CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

নির্বাচন
Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 12 July, 2020 ■ আগরতলা, ১২ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ২৭ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে আরও একজন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু নতুন সংক্রমিত হলেন ৩২ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। ত্রিপুরায় আরো এক করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। তাতে, এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় করোনা-য় আক্রান্ত হয়ে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে।

আজ রাতে জিবি কোভিড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৭২ বছর বয়সী করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। এ-বিষয়ে স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক জানিয়েছেন, ৪ দিন আগে করোনা সংক্রমণের কারণে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তিনি লিভারের সমস্যায় ভুগছিলেন। ভর্তি-র পর থেকেই তার পেট খারাপ ছিল। আজ রাতে তার মৃত্যু হয়েছে। ওই আধিকারিকের কথায়, মৃতের সংক্রমণের তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি। তার সংক্রমণের কারণ অনুসন্ধান চলছে।

ইতিপূর্বে, গত ৯ জুন ত্রিপুরায় প্রথম করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ জনিত সমস্যা ছিল। করোনা সংক্রমিত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর তার মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, করোনা সংক্রমনের আশঙ্কায় এক মহিলা ত্রিপুরায় আত্মহত্যা করেছিলেন। মৃত্যুর পর তার কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

রাজ্যে আরও ৩২ জনের দেহে মিলল করোনার সন্ধান। শনিবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কয়েকদিনের জন্য লকডাউন লাগু হবে রাজ্যে, ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। ফের লকডাউনের পথে এগোচ্ছে ত্রিপুরা। লাগু হতে পারে কয়েকদিনের জন্য। করোনা-র সংক্রমণ বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী এমনটাই ইঙ্গিত দিলেন। তাঁর কথায়, আজ কিংবা কালের মধ্যে করোনা মোকাবিলায় নতুন নির্দেশিকা জারি হবে। তাতে, রাত্রিকালীন কার্ফিউর সময় বৃদ্ধির সাথে আরও কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। প্রয়োজনে কয়েকদিনের জন্য লকডাউন লাগু করা হবে।

ত্রিপুরায় হঠাৎ করোনা-র গ্রাফ বেড়েছে। গতকাল ১৪১ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি ত্রিপুরা সরকারকে যথেষ্ট চিন্তায় ফেলেছে। শনিবার এ-বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, গোমতি এবং খোয়াই জেলায় সীমান্ত এলাকায় করোনা আক্রান্তের হার বেড়েছে। ফলে, সীমান্ত কার্ফিউ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হচ্ছে।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরাবাসী করোনা-কে মোকাবিলায় সহায়তা করছেন। গত রবিবার সম্পূর্ণ লকডাউনেও সমগ্র ত্রিপুরাবাসী সহায়তা করেছেন। কিন্তু, এখন মানুষের মধ্যে গাফিলতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, প্রত্যেকদিন বাজারে গিয়ে মানুষ তাজা মাছ, সবজি কিনছেন। তাতে বাজারে ভিড় বাড়ছে এবং পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি বলেন, বিনা প্রয়োজনে বাজারে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ কঠোর করার চিন্তাভাবনা চলছে।

তাঁর কথায়, সীমান্ত এলাকায় অত্যধিক করোনা সংক্রমণ মিলছে। তাতে সীমান্তে কার্ফিউ কঠোরভাবে পালন করতেই হবে। তিনি হতাশার সুরে বলেন, ত্রিপুরায় রাত্রিকালীন কার্ফিউ বলবৎ রয়েছে। অথচ, মানুষ রাত ১০টার পরও ঘোরাফেরা করছেন। তাই, করোনা মোকাবিলায় জেলাস্তরে কিছু প্রস্তাব এসেছে। ওই প্রস্তাব পর্যালোচনা করে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, রাত্রিকালীন কার্ফিউর সময় বৃদ্ধি করা হবে। এছাড়াও কিছু কঠোর পদক্ষেপ নেবে ত্রিপুরা সরকার। সাথে তিনি যোগ করেন, প্রয়োজনে কয়েকদিনের জন্য লকডাউন লাগু করা হবে। ত্রিপুরাবাসীর প্রতি তাঁর আবেদন, আগামী ১ মাস সচেতনভাবে সরকারি নিয়ম পালন করুন। করোনা যুদ্ধে আমরা জয়ী হবই।

সীমান্তে ২ কিমি এলাকায় নৈশ কার্ফিউর সময়সীমা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। ত্রিপুরায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ২ কিমি এলাকায় নৈশ কার্ফিউয়ের সময়সীমা বাড়াল রাজ্য সরকার। এখন থেকে রাত ৯-টা থেকে সকাল ৫-টার বদলে ওই এলাকায় সন্ধ্যা ৭-টা থেকে সকাল ৭-টা পর্যন্ত নৈশ কার্ফিউ বলবৎ থাকবে। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ সাফ জানিয়েছেন, সীমান্ত এলাকায় করোনা-র সংক্রমণ ক্রমশ বাড়ছে। তাই নতুন করে বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে। তাঁর ওই ঘোষণার কিছুক্ষণের মধ্যেই ত্রিপুরার মুখ্যসচিব মনোজ কুমার সীমান্ত এলাকায় নৈশ কার্ফিউয়ের সময়সীমা বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন।

ত্রিপুরায় হঠাৎ করোনা-র সংক্রমণ বাড়ছে। ফলে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও কঠোর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। বিভিন্ন জেলা থেকে সরকারি নিয়ম লঙ্ঘনের তথ্য মিলেছে। ফলে এই মুহূর্তে কঠোর না হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ত্রিপুরার সিপাহিজলা, গোমতি জেলা বাদে এখন হঠাৎ করে খোয়াই জেলায় করোনা-র সংক্রমণ বেড়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএসআরের চাকুরীর জন্য প্রথমবারের মত আবেদন মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। এই প্রথম ত্রিপুরায় টিএসআর-এর চাকরির জন্য মহিলারা আবেদন জানিয়েছেন। ১, ৪৮৮টি শূন্যপদে টিএসআর নিয়োগে ৩৫,৬৪২টি আবেদনপত্রের মধ্যে ৪,৭৫২ জন মহিলার আবেদন জমা পড়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য দিয়েছেন শিক্ষা ও আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ।

মন্ত্রী নাথ জানান, ত্রিপুরায় টিএসআর-এর দুটি আইআর ব্যাটালিয়ানে নিয়োগে ১,৪৮৮টি পদ সৃষ্টির অনুমোদন দিয়েছিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। তাতে ত্রিপুরা থেকে ৭৫ শতাংশ এবং বহিঃরাজ্য থেকে ২৫ শতাংশ নিয়োগ করা হবে। তিনি বলেন, টিএসআর নিয়োগে ৪২,৫৯৪টি আবেদন জমা পড়েছে। কিন্তু, স্ক্রুটিনির পর ৩৫,৬৪২টি আবেদন সঠিকভাবে জমা পড়েছে বলে পাওয়া গেছে। বাকি আবেদনপত্র বাতিল হয়ে গেছে।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরা থেকে ২০,৩৭৭ জন এবং বহিঃরাজ্য থেকে ১৫,২৬৫ জন আবেদন জানিয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরা থেকে ১৬,০৬৭ জন পুরুষ এবং ৪,৩১০ জন মহিলা ও বহিঃরাজ্য থেকে ১৪,৮২৩ জন পুরুষ এবং ৪৪২ জন মহিলা আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, এই প্রথম ত্রিপুরায় টিএসআর চাকরিতে মহিলারাও আবেদন জানিয়েছেন। এ-ক্ষেত্রেও মহিলাদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকর হবে।

এদিন তিনি আরও দাবি করেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাইকা প্রকল্পের গাড়ি চালক করোনা আক্রান্ত, সংস্পর্শে ১৮

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। জাইকা প্রকল্পে কর্মরত এক গাড়ির চালক করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তার সংস্পর্শে এসেছেন এমন ১৮ জনের তালিকা তৈরী করে পশ্চিম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে তাদের একান্তবাসে পাঠানোর ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন প্রকল্প অধিকর্তা।

গান্ধীগ্রাম হাতিপাড়াস্থিত জাইকা প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে কর্মরত এক গাড়ির চালকের করোনা আক্রান্তের ঘটনায় অফিসজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, গান্ধীগ্রাম এলাকার স্থানীয় জনগণ আতঙ্কে রয়েছেন। কারণ, ওই চালকের সংস্পর্শে থাকা অন্য গাড়ির চালকরা প্রায় প্রতিদিনই গান্ধীগ্রাম বাজারে যাতায়াত করেন। ওই গাড়ির চালকরাও করোনা সংক্রমিত হয়ে পড়লে পরিস্থিতি জটিল আকার নেবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গতকাল জাইকা প্রকল্পের কর্মরত গাড়ির চালকের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ আসায় তাকে বাধারঘাটে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে পাঠানো হয়েছে।

প্রকল্প অধিকর্তা পশ্চিম জেলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় আহত তিন, হত একজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। সিধাই থানা এলাকার মোহনপুরে দুটি পৃথক দুর্ঘটনায় তিনজন আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় মোহনপুরের তোলা বাগান এলাকায় বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন স্থানে একটি স্কুটি বাঁক নিতে গিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

তাতে স্কুটি চালক গুরুতর ভাবে আহত হন। আহত স্কুটি চালকের নাম মধুসূদন দেব।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত স্কুটি চালককে উদ্ধার করে মোহনপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অপরদিকে হেজামারা এলাকায় একটি বাইক দুর্ঘটনায় দুই বন্ধু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে তের জনের দেহে মিলল করোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। রেপিড অ্যান্টিজেন ডিটেকশন টেস্টে শনিবার তের জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। সাথে সাথেই তাদের কোভিড কেয়ার সেন্টারে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আক্রান্ত তের জনের মধ্যে পশ্চিম জেলায় ১০ জন, দক্ষিণ জেলায় ১ জন এবং সিপাহীজলা জেলায় ২ জন। এদিকে, করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কনটেইনমেন্ট জোনের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে কনটেইনমেন্ট জোনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৯। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এই তথ্য দিয়েছেন।

তিনি জানান, রাজ্যে এখন কোভিড-১৯ সংক্রমিত রোগী রয়েছেন ৫৪১ জন। ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৩৪৫ জন। হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৪,৮৬০ জন। আজ পর্যন্ত মোট নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৮৩,১৪৭ জনের। মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৮১,৪৮৩ জনের। এদের মধ্যে রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে ১,৯৩২ জনের। পজিটিভদের মধ্যে সুস্থ হয়ে ছাড়া পেয়েছেন ১,৩৭৫ জন। তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে ৪৯টি কনটেইনমেন্ট জোন রয়েছে। এরমধ্যে পশ্চিম জেলায় ২টি, সিপাহীজলা জেলায় ১৩টি, গোমতী জেলায় ২৬টি, দক্ষিণ জেলায় ৪টি, ঊনকোটি জেলায় ২টি এবং ধলাই জেলায় ২টি কনটেইনমেন্ট জোন রয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, আজ পর্যন্ত রাজ্যে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের সুস্থ হওয়ার হার ৭১.৬৯ শতাংশ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংক্রমণ ঠেকাতে বন্ধ খোয়াইয়ের ইউবিআই শাখা

স্যানিটাইজেশন, দুদিনের জন্য বন্ধ জিবিপি হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/খোয়াই, ১১ জুলাই।। করোনা-র প্রকোপে ত্রিপুরার প্রধান রেফারাল হাসপাতাল জিবিপি-তে দুদিন স্বাভাবিক স্বাস্থ্য পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। স্যানিটাইজ করার জন্য নতুন কোনও রোগীকে ভরতি করা হবে না। তেমনি, বহির্বিভাগও দুদিন বন্ধ থাকবে। আগামী ১৪ জুলাই থেকে পুনরায় পরিষেবা স্বাভাবিক হবে। এদিকে, ব্যাংক কর্মী করোনা সংক্রমিত হওয়ায় খোয়াই সুভাষ পার্কে অবস্থিত ইউবিআই শাখা ও এটিএম বন্ধ করা হয়েছে।

শনিবার মেডিক্যাল এডুকেশন অধিকর্তা প্রফেসর চিন্ময় বিশ্বাস জানিয়েছেন, আগামীকাল ১২ জুলাই রবিবার জিবিপি হাসপাতালে সেনিটাইজেশান এবং ফিউনিগেশন করা হবে। তাই ১২ এবং ১৩ জুলাই জিবিপি হাসপাতালে সব ওপিডি বন্ধ থাকবে। নতুন আইপিডি এবং ইমারজেন্সি রোগীও হাসপাতালে ওই দুদিন ভরতি করা হবে না। শুধুমাত্র ওই সময়ে হাসপাতালে

কোভিড-১৯

চিকিৎসাধীন রোগীদের চিকিৎসা অব্যাহত থাকবে। তাঁর দাবি, আগামী ১৪ জুলাই থেকে জিবিপি হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবা পুনরায় স্বাভাবিক হবে।

এদিকে, খোয়াইয়ের সুভাষ পার্কে অবস্থিত ইউবিআই শাখার এক কর্মী কোভিড-১৯ সংক্রমিত হওয়ায় ব্যাঙ্কের শাখাটি যে দালান বাড়িতে রয়েছে সেটিকে মাইক্রো কনটেইনমেন্ট ইউনিট ঘোষণা করা হয়েছে। তাই ব্যাঙ্ক, এটিএম এবং ওই কমপ্লেক্সে থাকা পূর্বাশা-র বিক্রয় কেন্দ্রটিও আগামী ১৯ জুলাই পর্যন্ত সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। খোয়াইয়ের জেলাশাসক এক আদেশে এই ঘোষণা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, কনটেইনমেন্ট জোনের ২০০ মিটার ব্যাসার্ধ এলাকাকে বাফার জোন ঘোষণা করা হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, কনটেইনমেন্ট ইউনিট থেকে পাঁচ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ এলাকায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নিয়ম কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

তিনি আরও জানান, করোনা আক্রান্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কদমতলায় এক রাতে তিন বাড়িতে চুরি, স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ টাকা লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১১ জুলাই।। ভারত বাংলা সীমান্তে নিশিকুটুম্বদের উৎপাত। একই রাতে ৩ গৃহস্থের ঘরে চোরের সাফাই অভিযান। নগদ অর্থ,স্বর্ণালঙ্কার,মোবাইল ফোন ও জ্বর পরিমাপের থার্মোমিটার নিয়ে চোরের পলায়ন। স্থানীয় থানার রাতের টহলদারি নিয়ে প্রশ্ন। ঘটনা কদমতলা থানাধীন ভারত বাংলা সীমান্ত বকবকি ও টুলগাঁও এলাকায়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন ভারত বাংলা সীমান্তে অবস্থিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিধাইয়ে নাবালিকার বিয়ে আটকে দিল চাইল্ড লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। সিধাই মোহনপুরে ঢাকাইয়াপল্লীতে নাবালিকার বিয়ে আটকে দিলো চাইল্ড লাইন। জানা যায়, ঐ এলাকার এক নাবালিকার বিয়ের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়েছে বলে চাইল্ড লাইনের কাছে খবর আসে। সেই খবরের ভিত্তিতে চাইল্ড লাইনের কাউন্সিলার সহ মহকুমা প্রশাসন এবং আরক্ষা প্রশাসনের লোকজনরা ঐ বাড়িতে গিয়ে যাবতীয় কাগজপত্র দেখতে চায়। উপযুক্ত বয়সের প্রমানপত্র দেখাতে না পারায় বিয়ে আটকে দিয়েছে চাইল্ড লাইন।

রাম মাধবের হস্তক্ষেপে রাজ্যে শরিকি দ্বন্দ্বে গলেছে বরফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। ত্রিপুরায় শরিকি দ্বন্দ্বে বরফ গলেছে। বিজেপি-আইপিএফটি-র মধ্যে স্নায়ুর লড়াই থামাতে এবং সংঘাত মেটাতে বিজেপিদ্দ সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব অনেকটা সফল হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। শৃঙ্খলা মেনে ত্রিপুরায় বিজেপি জোট ধর্ম পালন করলেও, সাম্প্রতিককালে শরিক দল আইপিএফটি-র কর্মী সমর্থকরা উশৃঙ্খল হয়ে উঠেছিলেন। তাতে শাসক জোটে কিছুটা ফাটল দেখা দিয়েছিল। শনিবার বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় দুই শরিকের মধ্যে সামান্য সমস্যা ছিল। নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে তাঁরাই সমাধান করে নেবেন। এদিকে, আইপিএফটি-র সাধারণ সম্পাদক তথা জনজাতি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী মেবারকুমার জমাতিয়ার দাবি, জোট ভেঙে সরকার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনও ইচ্ছাই নেই আমাদের। তবে দীর্ঘ সময় ধরে ঝুলে রয়েছে এমন কিছু দাবি পূরণ চাইছি আমরা।

বিজেপি-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব দুদিনের ত্রিপুরা সফরে এসেছেন। আজ সকালে তিনি আইপিএফটি-র শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে বৈঠক করেছেন। বৈঠকের নির্যাস তুলে ধরে রাম মাধব বলেন, বিজেপি-আইপিএফটি জোট বেঁধে ত্রিপুরায় সরকার পরিচালনা করছে। উভয় দল জনকল্যাণে একত্রে কাজ করছে। তাঁর দাবি, দুই দলের নিতান্ত সামান্য সমস্যা ছিল। সমস্যা তেমন গুরুতর। সে-বিষয়েই আজ আইপিএফটি নেতাদের সাথে আলোচনা হয়েছে, বলেন তিনি। তাঁর কথায়, মিলেমিশে একত্রিত হয়ে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছি। উভয় শরিক দলের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উন্মুক্ত সীমান্তে মসজিদ, কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে বাধা, পিছু হটল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় ভাবাবেগ ত্রিপুরায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে বাঁধা হয়ে দাঁড়াল। দীর্ঘ ১৫ বছরের সমস্যা এখনও জটিলতায় ঘিরে। স্থানীয় তিন পরিবারের আপত্তিতে পিছু হটেথে রাজ্য প্রশাসন। এখন নতুন প্রস্তাবে অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকতে হবে। তবে নতুন প্রস্তাবে অনুমোদন না মিললে বিকল্প জমিতে মসজিদ নির্মাণ করে দিতে হবে। তবেই উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ সম্ভব। ঘটনা সিপাহিজলা জেলার কলসিমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নগর এলাকার।

মূলত, ওই এলাকায় বেড়া নির্মাণের ফলে মসজিদ কাঁটাতারের ওপাড়ে চলে যাচ্ছে। তবে ওই মসজিদ জিরো পয়েন্ট থেকে ১৫০ গজের মধ্যে ভারতীয় ভূখণ্ডেই থাকছে। তবুও স্থানীয় তিনটি পরিবারের আপত্তিতে বেড়া নির্মাণের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। সিপাহিজলার জেলাশাসক সিকে

জমাতিয়ার কথায়, স্থানীয়দের সাথে কথা হয়েছে। তাঁদের সমস্ত সম্ভাবনা বোঝানো হয়েছে। সেই মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে সিপাহিজলার জেলাশাসক বলেন, রহিমপুর এলাকায় একই সমস্যা হয়েছিল। ১১ মিটার স্থান কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে মাঝখানে মসজিদ ছিল। তাই, ওই মসজিদ অন্যত্র নির্মাণ করে দেওয়ার শর্তে কাজ শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, সরকারি খরচে মসজিদ অন্যত্র গড়ে দেওয়া হবে। তার বদলে ওই স্থানে পূর্বের ছক অনুযায়ী কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করা হবে। তিনি বলেন, কলসিমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নগর এলাকায় এমনই সমস্যা সমাধানে স্থানীয়দের সাথে আলোচনা হয়েছে। তাঁদের দাবি মেনে নতুন প্রস্তাব পাঠানো হবে কেন্দ্রের কাছে।

এ-বিষয়ে সিপাহিজলার জেলাশাসক বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে বলেন, ওই এলাকায় তিন পরিবার মসজিদ কাঁটাতারের ওপারে চলে যাক তাতে কিছুতেই রাজি হয়নি। তাই, ডাবল লাইন (কম্পোজিট রুফ ফেন্সিং) বদলে সিঙ্গল লাইন (সিঙ্গল রুফ ফেন্সিং) কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে নতুন করে কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হবে। তাতে সম্মতি না পাওয়া গেলে রহিমপুরের মতোই অন্যত্র মসজিদ গড়ে দেওয়া হবে। তাঁর কথায়, আপাতত জমির বন্দোবস্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উজান অভয়নগরে বৃদ্ধের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন উজান অভয়নগর এর একটি বাড়ি থেকে এক বৃদ্ধের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় লোকজনরা ঘর থেকে পচা গন্ধ বের হচ্ছে টের পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। পুলিশকে ঘর থেকে পচা-গলা বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। মৃত বৃদ্ধের নাম নকুল সিনহা।

আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এটি অস্বাভাবিক মৃত্যু না হত্যা কান্ড তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছে এলাকাবাসী। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য দাবী জানিয়েছেন এলাকার জনগণ। বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

নিম্নমানের কাজের ফলে ভেঙ্গে পড়ল ব্রিজ, প্রতিবাদে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১১ জুলাই।। বড়পাথরী ভাইয়া তুলামুড়া হয়ে উদয়পুর যাওয়ার জন্য বিলোনিয়া বাথখলা বাজার সংলগ্ন অভয়া ছড়া ছড়ার উপরে নির্মীয়মান ব্রিজ গত বৃহস্পতি বার রাতে ভেঙ্গে পরে যায়।

বিলোনিয়া ভাতখলা এলাকায় এই গুরুত্বপূর্ণ ব্রীজটি ভেঙ্গে পড়াতে কাজের গুনগতমান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে। নির্মীয়মান ব্রীজ ভেঙ্গে যাওয়াতে নিম্নমানের কাজের সাথে জড়িত দের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবির আওয়াজ তুলে ভেঙ্গে পড়ে যাওয়া ব্রীজটি অবিলম্বে গুনগতমান সম্পন্ন করে গড়ে তোলার দাবিতে পথ অবরোধে বসল ভাতখলা এলাকার জনগন। খবর পেয়ে অবরোধ স্থলে ছুটে যায় পুলিশ সহ জেলা পরিষদের সদস্যরা। সকাল আটটা থেকে শুরু হয় এই পথ অবরোধ।

পুলিশ অবরোধকারীদের সাথে অবরোধ তুলে নেওয়ার আবেদন জানালেও অবরোধকারীরা বিডিও না আসা পর্যন্ত অবরোধ প্রত্যাহার করবে না বলে সাফ জানিয়ে দেন। সকাল আটটা থেকে শুরু হয় এই অবরোধ। ফলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে দুরপাল্লার যানবাহন। নাজেহাল হতে হয় পথচারীদের। অবশেষে পাঁচ ঘন্টার পর রাজনগর ব্লকের ব্লক আধিকারিকের প্রতিশ্রুতি পেয়ে অবরোধকারীরা পথ অবরোধ তোলে ফেলে।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২৬৯ ◘ ১২ জুলাই ২০২০ ইং ◘ ২৭ আষাঢ় ◘ রবিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ত্রিপুরায় জাহাজ আসিবে

ত্রিপুরায় যোগাযোগ ব্যবস্থার মুকুটে নতুন পালক সংযোজিত হইল বলা যাইতে পারে। রেল যোগাযোগে বিশাল অগ্রগতিতে ত্রিপুরা বাড়তি সুযোগ পাইয়াছিল। ধরিয়াই নিয়াছিল এইবার বুঝি ত্রিপুরায় নতুন যুগ অনেক আশার আলো নিয়া আসিল। ধরিয়া নেওয়া হইয়াছিল রেল আসিলে এই পার্বতী রাজ্যে উন্নয়নের ঢল বহিবে, শিল্পে ভগীরথ আসিবে। কিন্তু না, যোগাযোগের উন্নতি হইয়াছে যাত্রী সুবিধা হইয়াছে উন্নয়নের জোয়ার বহিয়াছে এমন বলিবার সুযোগ নাই। তবু, স্বীকার করিতে হইবে ত্রিপুরায় যোগাযোগের ক্ষেত্রে বড় প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। এই যখন অবস্থা তখন ত্রিপুরায় জাহাজও আসিতেছে, যোগাযোগের এমন ঘটনায় রাজ্যবাসীর অনেকেরই বিস্ময়ের ঘোর কাটে নাই। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানাইয়াছেন ১৪ জুলাই হলদিয়া বন্দর হইতে রড বোঝাই ছোট জাহাজ ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবে। ১৮ই জুলাই ওই জাহাজ ত্রিপুরায় সোনামুড়া জেটিতে আসিয়া পৌঁছাইবে। উল্লেখ করা যাইতে পারে গত কুড়ি মে ভারত ও বাংলাদেশের নৌ যোগাযোগের ক্ষেত্র বিস্তারের লক্ষ্যে দুইটি নতুন রুট চালুর সঙ্গে দুই দেশের পাঁচটি করিয়া নৌবন্দরকে 'পোর্ট অব কল' ঘোষণা করা হইয়াছে। তাহাতে ভারতের সঙ্গে সেই রুটের সংখ্যা বাড়িয়া হইয়াছে দশটি। ইহা ছাড়া আগের ছয়টি নিয়া 'পোর্ট অব কল' বাড়িয়া হইয়াছে ১১টি। নতুন দুইটি নৌ রুট হইল ত্রিপুরার সোনামুড়া দাউদকান্তি এবং মায়া কোলঘাট, সোনামুড়া ও জগীগোপা এবং বাংলাদেশের রাজশাহী, সুলতানগঞ্জ, চিলগারি দাউদকান্দি ও বাহাদরাবাদ। নতুন পাঁচটি 'পোর্ট অব কল' ঘোষণা হওয়ায় উভয় দেশের পণ্য পরিবহণকারী নৌ যানগুলি এই বন্দরে নোঙর করিতে পারিবে। মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে সোনামুড়ায় ভাসমান জেটি তৈরী করিয়া দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে ভারতের আন্তর্দেশীয় নৌপথ কর্তৃপক্ষ।

ত্রিপুরায় জাহাজে পণ্য আসিবে তাহা ছিল প্রায় অকল্পনীয়। এখন বর্ষাকাল হওয়ায় গোমতি নদীতে জলধারণ বাড়িয়াছে। শীতকালে যদি জাহাজ চলাচল করিতে হয় তাহা হইলে নদীর নাব্যতা বাড়াইতে হইবে। অবশ্য অনেক আগেই নদীর নাব্যতা বাড়াইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। গোমতীকে নিয়া নানা স্বপ্ন ছিল ত্রিপুরায়। আগরতলায় জল সংকট নিরসনে পাইপ দিয়া গোমতীর জল টানিবারও স্বপ্ন দেখা হইয়াছিল। প্রমাণ হইয়া গেল গোমতী শুধু স্বপ্ন দেখায় না স্বপ্ন পূরণও করে। পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়া বন্দর হইতে রড বোঝাই ছোট জাহাজ ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবে ১৪ই জুলাই। ১৮ই জুলাই এখানে পৌঁছাইবে। পার্বতী ত্রিপুরার জাহাজ আসিবে এই স্বপ্ন দেখাইয়াছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনিই প্রথম ঘোষণা দেন ত্রিপুরায় জাহাজ আসিবে। সেই লক্ষ্যে তাঁহার প্রয়াস শুরু হয়। সেই দেখানো স্বপ্ন পূরণ ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কয়েক ডিগ্রি উপরে নিয়া গেল। যদি জাহাজে পণ্য পরিবহণে ব্যয় কম হয় তাহা হইলে জনপ্রিয়তা পাইবে। বহিঃরাজ্য হইতে পণ্য পরিবহণে ব্যয় বেশী হইলে এখানে বিক্রির ক্ষেত্রেও বাড়তি দাম দিতে হয়। সেখানে জাহাজে পণ্য পরিবহণ রাজ্যে সেই পণ্যের দাম যদি কিছুটাও কমে তাহা হইলে জাহাজ জনপ্রিয়তা পাইবে। রেলের উপর চাপ কমিবে। বাণিজ্যিক দিক দিয়া জাহাজ কতখানি সাফল্য দেখাইতে পারিবে তাহার উপরই নির্ভর করিতেছে স্বপ্ন পূরণের সার্থকতা।

এসিআর-এর পদ্ধতি বদল করে ক্ষতি করছেন মুখ্যমন্ত্রী, বিস্ফোরক রাহুল সিনহা

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি. স.) : সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো মুখ্যমন্ত্রী ভেঙে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ করলেন বিজেপি-র কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা।রাহুলবাবু সংবাদাধ্যকে বলেন, মমতা ব্যানার্জীর সরকার ধাপ্পাবাজি করে চলছে। সংখ্যাতত্বের কারচুপি করে রোগ লুকিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে সঙ্কটের মধ্যে ফেলা হচ্ছে। এই সব কিছুর মধ্যেই রাজনিতী লুকিয়ে। রাজনীতি ছাড়া এই সরকারের কোনও চিন্তা নেই। আমফান-তুফান, করোনা, রেশন সর্বত্র রাজনীতি।রাহুল সিনহা এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে বলেন, সরকার এসিআর তৈরি করছে। রাজ্য সরকারের এসিআর অর্থাৎ অ্যানুয়াল কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট বা বার্ষিক গোপনীয়তার রিপোর্ট ডব্লুবিসিএস, আইএএসের মত পদস্থ সরকারি অফিসারেরা লেখে। উর্দতন অফিসারদের রিপোর্ট লেখার কথা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী পুরো প্রশাসনটা ভেঙে চুরমার করার ব্যবস্থা করলেন। পুরো প্রশাসনে রাজনীতিকরণ, তৃণমূলীকরণ করতে চাইছেন। যার জন্য এসপি, ডিএম-দের নিয়ে এলেন সেই এসিআর-এর আওতায়, যা তিনি নিজে লিখবেন। এখন ঠিক করেছেন, বিডিও, এসডিও-র এসিআর সেটাও তিনি লিখবেন। তার মানে বুঝতে পারছেন, বিডিও-এসডিওদের রাজনৈতিক ছাতার তলায় রাজনৈতিক নিপীড়ণের মধ্যে নিয়ে এলেন। রাহুলবাবু বলে, যে কোনও মুখ্যমন্ত্রীর আর একটি পিচয়, তিনি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। সরকারি এসিআর কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব লিখতে পারে না। এই যে বিডিও-র এসিআর এসডিও লিখতেন, এসডিও-র এসিআর এডিএম লিখতেন, এডিএম-এর এসিআর ডিএম লিখতেন, সবশেষে এসিআর লিখতেন মুখ্যসচিব অথবা পুটিশের ডিজি প্রশাসনিক পুরো বিয়য়টি ভেঙে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এসিআর লেখার ক্ষমতা না থাকলে বিডিও এসডিও-কে মানবেন? এসডিও এডিএম-কে মানবেন? সবাই ভাববেন, আমার এসিআর লিখবেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলেই আমি সব পেয়ে যাব।

বিকাশ দুবে এনকাউন্টার মামলায় পিটিশন দায়ের সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি. স.): বিকাশ দুবে এনকাউন্টার মামলা পৌঁছল দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিমকোর্টে। এই মামলার তদন্তভার সিবিআই এবং এনআইএ-কে দেওয়ার দাবিতে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে দুটি পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। ১৩ জুলাই এই মামলার শুনানি হবে। দুটি পিটিশনের মধ্যে প্রথমটি দায়ের করেছিলেন আইনজীবী অনুপ প্রকাশ অবস্থি। নিজের দায়ের করা পিটিশনে তিনি ২ জুলাই ৮ পুলিশকর্মীর হত্যার তদন্তভার সিবিআই এবং এনআইএ-কে দেওয়ার দাবি তুলেছেন। বর্ষীয়ান এই আইনজীবীর মতে পুলিশ, অপরাধী এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে তৈরি হওয়া যোগসাজশের গুড়ি পর্যন্ত পৌঁছানো উচিত। এই প্রসঙ্গে দায়ের করা পুরনো পিটিশনগুলি দ্রুত শুনানির দাবি দেশের শীর্ষ আদালতের কাছে করেছেন তিনি।আইনজীবী অনুপ প্রকাশ অবস্থি মতে এই ধরণের এনকাউন্টার আরও আগামী দিনে হতে পারে। দ্বিতীয় পিটিশন দায়ের করেছে পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টি নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। বিকাশ দুবে এনকাউন্টারের বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া উচিত বলে দেশের শীর্ষ আদালতের কাছে জানিয়েছে এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি।স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে পুলিশ এইভাবে নিজের হাতে আইন নিতে পারে না।

এবার প্রশাসকদের নিরপেক্ষ কাজের জন্য সতর্কতা দিলেন ধনকর

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি .স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসকরা বেপরোয়াভাবে আইনি ও সাংবিধানিক নানি বিষয় লঙ্ঘন করছেন বলে মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।আইএএস এবং আইপিএসদের ১৯৬৮ সালের সর্বভারতীয় কাজের বিধি (সার্ভিস কনডাক্ট রুলস) মেনে চলা উচিত। এতে রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা, দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা, সংবিধান ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে। ধনকর টুইটে লিখেছেন, "কোনও আইন, বিধি, প্রচলিত ঘরানার বিরোধী কিছু না করার মানসিকতা।

লকডাউন ঃ জনবিচ্ছিন্ন এক অবরুদ্ধ সভ্যতা

কুশল মৈত্র

ক্ষুধার শহর আছড়ে পড়ছে আবার নতুন করে ইতিহাসের পাতায়। গাঢ় হয়ে আসছে অন্ধকার। সভ্যতা এগোলেও আমরা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছি। গুহামানবের ইতিহাস ধরা পড়ছে একবিংশ শতাব্দীর উন্নত প্রাণীকুলে। জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ আজ চার দেওয়ালের মাঝে আটক। আমরা কি এখন গলা উঁচিয়ে জাতীয় কবি নজরুলের ভাষায় বলতে পারছি—'থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে।' না! বেশ বলিষ্ঠ সপ্রতিভ উত্তর। একটা লম্বা দাঁড়ি টেনে দিয়ে আমাদের থামিয়ে দিয়েছে। আমরা না পারছি এগোতে আর না পারছি পিছোতে। দিনের পর দিন গৃহবন্দি দশা আমাদের কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে দুবন্ত গতিতে আক্রান্ত ও মৃতের ক্রমবর্ধমান ভয়াবহ সংখ্যাতত্ত্বে গোটা বিশ্বের আজ ঘোর দুর্দিন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরুদ্বেগ আশার আলোর সন্ধান মিলছে না কোথাও।

এই তো সেদিনের কথা। বেশ তো ছিলাম আমরা। একে অপরের পরিপূরক হয়ে ভালো-মনে মিশুকে একপেশে বাঙালি। 'মিলে মিশে করি কাজ/ হারি জিতি নাহি লাজ'—প্রবাদ বাক্যটি যেন আজ হারিয়ে গেছে বিশ্বসভ্যতা থেকে, কর্মব্যবস্ততাশূন্য হাজার হাজার গ্রাম শহরের ঘরবন্দি জনজীবন থেকে। তাইতো রবি ঠাকুরের গানটি যেন অনর্গল ঠোঁটের পারিজাতে লেগে রয়—'একলা চলো রে'। গানটি প্যারোডি হয়ে সর্বত্র অনর্গল বেজে চলেছে— 'ঘরে বন্দি থাকো রে'। আপামর বাঙালি কেন গোটা বিশ্ববাসী আজ সম্মিলিত কণ্ঠে উচ্চারণ করছে, উপলব্ধি করছে 'একলা চলো' সেই প্যারোডি গানটিকে। মিটিং-মিছিল- একতা- আজ সবই যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। বড় একপেশে ঘরকুনো করে দিয়েছে এই করোনা অতিমারী। ইংরেজিতে প্যানডেমিক। শহরকে আজ নতুন করে চিনছি। শুনশান শ্মশানে পরিণত। চোখের চশমায় সাপটে থাকে চরাচরের অন্ধকার যেখানে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

গোটা পৃথিবী আজ যেন জেলখানায় আবদ্ধ। অতি স্পর্শকাতর তমকায় ঢালাও পোস্টারে, চ্যানেল মিডিয়ায়, মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী, সাহিত্য-শিল্প-সমাজ-সংস্কৃতি-ক্রীড়া-বিনোদন ইত্যাদি জগতের বারণ্যদের কথায় এমনকী সোশ্যাল মিডিয়াতেও প্রতি মুহূর্তে চলছে টোটাল লকডাউনের নির্দেশ-উপদেশ-অনুপোধ। এক ভয়ঙ্কর অসুখের কবলে গোটা বিশ্ব তথা দেশ। নীরেন্দ্রনাথের 'রাজার অসুখ' গল্পটি আমাদের সবার জানা। রাজার কী অসুখ হয়েছে ' তা বের করতেই রসবোঝে ইটটম্বুর একটা গোটা গল্পকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। রাজার অসুখ সারাতে ব্যস্ত কবিরাজ-মন্ত্রী-সেনাপতি-প্রজারা। সকলেই। তেমনি আজ গোটা বিশ্ব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে

করোনা ভাইরাসটি কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়। এই মারাণব্যধির সুচিকিৎসা বা ওষুধ এখনও অধরাই রয়ে গেছে বিজ্ঞানী, ডাক্তার থেকে সকলের। ওষুধ হয়ত ঠিকই আবিষ্কার হবে একদিন, কিন্তু আমরা তার আগে কত প্রিয়জনকে হারাব তা জানাবে একমাত্র ভবিষ্যৎ।

দূরে থাকো! পারস্পরিক দূরে থাকাটাই আজ বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, বেশি উৎসাহদানকারী। দূরত্বই আজ মূলমন্ত্র তথা এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি থেকে, রোগ ছড়ানো থেকে বড় দাওয়াই তথা ঔষধ।

জেলখানাগুলি পর্যন্ত বন্দিশূন্য প্রেতপুরীতে রূপান্তরিত। রেলপথ, বিমানপথ সবই লকডাউন। শুধু কি তাই! বিশ্ব অর্থনীতি, সেনসেক্স আজ ধুঁকতে বসেছে এই অতিমারীর তাণ্ডবে।কয়েক হাজার কোটি মানুষ বড় বড় কোম্পানির ধস নামার ফলে ইতিমধ্যে বেকার রূপান্তরিত। স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে বিশ্বব্যাঙ্ক আজ। নিম্নমুখী। আর পড়ে রয়েছে সাধারণ মানুষ। দিন আনা, দিন খাওয়া মানুষ—তাদের কথা আর কেই বা ভাবে। নীরবে তারাও রয়েছেন সমাজে একটা গোটা অংশ জুড়ে। সুনামির মতো ভয়ঙ্কর তাণ্ডব ভুলে গেছেন মানুষ এই ভাইরাসের প্রকোপে পড়ে। পরিস্থিতি দিনকে দিন বদলাচ্ছে। আর এই মাসখানেকের অচলায়তনে এক বিশাল ইন্দ্রপতন ঘটতে চলেছে গোটা বাজার দুনিয়ায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিংবা মন্বন্বর বা বড় কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ, আয়লা ইত্যাদিতে মানুষ আধপেটা ফ্যানভাত খেয়েও কাটিয়ে উঠেছে। এখনকার মতো এতটা ত্রাসের মুখে পড়তে হয়নি গোটা বিশ্ব দুনিয়াকে। কিন্তু বর্তমান এই অতিমারী যদি কাটিয়ে উঠতে পারি, তবে একটা বড় অবক্ষয়ের দিকে অনিবার্যভাবে এগিয়ে যাবে বিশ্ব তথা মানুবকুল।

কাছের প্রিয়জন বা পাশে থাকা প্রতিবেশী আজ হয়ে উঠেছে বিপদসঙ্কুল। একথা কি ভাবা যায়, না কোনওদিন মানুষ ভাবতে পেরেছে। ছোটবেলা থেকেই আমরা শিখেছি প্রতিবেশীরাই আপদে বিপদে সবার আগে এগিয়ে আসে। আর আজ। এই প্রতিবেশীদেরই আমরা ভয় করছি সবচেয়ে বেশি। মনে মনে ভাবছি পাশে থাকা মানুষটাই আমার বিপদের কারণ হয়ে উঠবে না তো। নিজেকে বাঁচতে গেলে সবার থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। বাড়িতে অতিথি আসা বা পাশের বাড়ির বন্ধু, কাকিমা, জেঠিমা, মাসিমা---আজ সবাই বাধ্যতামূলকভাবে অচ্ছুৎ। তাঁদের বাড়িতে আমরাও তাই। চিকিৎসকদের বিধানেই বাড়িণ বাইরে থাকা প্রিয়জনদেরও বাড়িতে প্রবেশ নিষেধ। বাইরের প্রতিটি মানুষকেই অস্পৃশ্যজ্ঞানে প্রত্যেককেই মাস্ক, স্যানিটাইজার ব্যবহার করে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে তিন-চার ফুট দূর থেকে কথাবার্তা বলতে হবে, অতি সতর্কতার সঙ্গে চলচে হবে।

হায় করোনা। তুমি আমাদের তোমার করুণার পাত্র করে তুললে। তোমার নামেরও কী মহিমা---'নোভেল করোনা'। ইতিহাসের পাতায় পুনরাবৃত্তি ঘটল। চাতুর্বর্ণের পারস্পরিক ভেদজ্ঞান তোমার করুণায় নতুনভাবে চেপে বসেছে আজ গোটা বিশ্বসমাজে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারভাগে বিভক্ত যে জাতপ্রথা আজও সমাজে সর্বত্র বিরাজমান। ছোঁয়াছুঁয়িটা আজ বড় পক্ষপাতদুষ্ট। আগে নীচু জাত ছুঁলে লোকে স্থান করত। আর এখন ছুঁলে স্যানিটাইজার বা সাবানে জীবাণুমুক্ত হতে হবে। প্রয়োজনে কোয়ারন্টাইনে থাকতে হবে। আগে বিদেশ থেকে এলে বুক বড় হয়ে যেত। বাঙালি হলে ছাতি বেশ চওড়া হত। আর এখন এলে সবার থেকে আলাদা বিচ্ছিন্ন হতে হয়। ত্রাসে ভোগে বাঙালি। বিদেশ কেন, কেউ যদি করিমপুর বা তেহট্ট থেকে ক্যালাণী আসে লোকে আতঙ্কে ভোগে।

সন্ধে নামতেই শহর আজ স্তব্ধ। কান পাতলে শোনা যায় পুলিশি গাড়ির টহল কিমবা অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন। লোকশূন্য, দিকশূন্য মানুষেরা। গেঞ্জি আর বারমুড়া পড়ে ভয়ে বয়ে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। মুখে মাস্ক হাতে গ্লাভস। পকেটে স্যানিটাইজার। কোথায় কে? কেউ কোথাও নেই। চেনা শহর আজ স্ট্রিট লাইটের আলোয় শুনশান জনমানবহীন। মনে হয় ভুতুড়ে শহরের মধ্যে দিয়ে চলেছি। মনে একটা আশঙ্কা এই না জানি পুলিশের গাড়ি এসে সামনে উপস্থিত হয়। যদি বলি, শহরটাকে একটু কাছ থেকে স্টাডি করতে বেরিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ হয়ত বলবে, আরে মশাই আগে নিজে বাঁচুন,তারপর স্টাডি-ফাডি হবে। এখন পাণ্ডিত্য রাখুন। বইপাড়ার সাহিত্যবাসর সব দেখছেন না শুনশান খাঁ খাঁ করছে। বাড়িতে যান। হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুকে যতরকম স্টাডি আছে করুন। কথাগুলি অবশ্য খারপও বলতে পারব না। আমরা এখন এতেই বেঁচে আছি। সারা দিনে ব্যালকনিতে দাঁড়ালে বা চৌরাস্তার মোড়ের দিকে চোখ রাখলে আগে কত রঙিন প্রজাপতিই না মনকে নাড়া দিয়ে যেত। কবিতার পাতা উঠতে ভরে। আর আজ। পাশের বাড়ির মেয়েটি হয়ত এই সদ্য ফার্স্ট ইয়ারে প্রেমে পড়েছে। হয়ত তার প্রেমিককে কত দিন দেখেনি কাছ থেকে। অথবা যে ছেলেটি প্রোপোজ করেছিল, তার উত্তর পাওয়ার অপেক্ষায় বা পার্কে দেখা হবার দোরগোড়ায় করোনা থাবা বসাল। এমনি না জানি কত লাভস্টোরি অর্ধাকাশে করোনায় আচ্ছন্ন।

দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের মিছিল এতদিন হয়ত ত্রাসে ঘরেতেই ছিল। কিন্তু আর কতদিন এভাবে অভাবে অনিশ্চয়তায় মোড় জীবন লিড করবে। শহর কাঁদছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় উঠেছে, বুভুক্ষু শিশুদল, বৃদ্ধবৃদ্ধ, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের একটা বড় অংশই আঁতকে উঠছে ভাতের হাঁড়ির নীবর কান্নায়। ফুটপাতে থাকা মুটে, কুলি, মজুতদার, নিরন্ন শিশুদের কি আজ খাওয়া জুটেছে। বিহার থেকে আসা রাজু বাসফোর শহরে রিকশা চালিয়ে দিনগুজরান কের। এই লকডাউনের ভরা বাজারে বসে থেকে থেকে কালকের খাওয়ার পয়সা কোথায় পাবে সে? আগামীতে বেঁচে থাকার রসদের উপায় কী? একটা বড় প্রশ্নের ঘেরাটোপে পড়ছি আমরা ক্রমশ। এমনি কত না প্রশ্নচিহ্নের মাঝে আমরা হামাগুড়ি খাচ্ছি। জীবনের ছায়া প্রতিচ্ছায়ার মতো এসব ভালোমন্দের সংমিশ্রণে আমরা জানি এই ভয়াবহ অসুখ থেকে আমরা সেরে উঠবই। আমাদের ঘরের দুয়ার থেকে বেরিয়ে আসার একটা নতুন ভোরের প্রত্যাশায় দিন গুণছি। নৈঃশব্দ কাটিয়ে দিনশেষের শ্রান্তি খুঁজে পাবই। আজ বিশ্বজোড়া নিবিড় তমসাচ্ছন্ন রাত্রে নিখিলমানবের এই প্রত্যাশা ভরা তপস্যা কি আলোয় আলোময় সেই প্রভাতকে ত্বরান্বিত করবে না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কঠিনভাবে লকডাউন মেনে চলাটাই আজকের দস্তুর

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

লকডাউন শেষ হলেই কি করোনা ভাইরাস শেষ হয়ে যাবে, এমনটি যাঁরা ভাবছেন তাঁরা কিন্তু ঠিক ভাবছেন না। বরং উল্টোটাই লকডাউন যদি ওঠে তাহলেও রোগ যে আরও ব্যাপক আকারনেবে তাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ লকডাউনের ফলে যেটুকু মানুষের মেলামেশা আটকানো গেছে লকডাউন ছাড়া তা কখনোই সম্ভব হত না। যদিও কদিনের অভিজ্ঞতা বলছে লকডাউন চলাকালীন পশ্চিমঙ্গের ছবি খুব একটা সুখকর নয়। বাজারে মুদির দোকানে মানুষের ঢল দেখা গেছে। অনেকেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন নানা তুচ্ছ প্রয়োজনে। পুলিশ প্রশাসনের একার পক্ষে সেই ভিড়কে সামলানো সম্ভব হয়নি। বিধি মেনে চলার কথা বললেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিধকে তোয়াক্কা না করাটাই মানুষের স্বর্ধম হয়ে উঠেছে। ফলে দেশ জুড়ে করোনা ভাইরাস বৃদ্ধির ছবি ছাড়া আমরা আর কী দেখতে পাব।

প্রশাসন কিন্তু পয়লা দিন থেকেই নানা সতর্কতা অবলম্বন করে আসছে। সময়মতো লকডাউন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু যাঁদের জন্য লকডাউন তাঁরা যদি সেটিকে হালকা মেজাজে নেন তাহলে তো দুয়ারে বিপদ। আর ইচ্ছে করে ডেকে আনা এই বিপদকে সামলাবে কে। আর এত সতর্কতা এত চেষ্টা সত্ত্বেও ফল যদি শূন্য হয় তাহলে তো সবটাই বৃথা।

যেখানে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নিদান টেস্ট টেস্ট আর টেস্ট। সমগ্র পৃথবী জুড়ে এই টেস্ট করাটিকেই প্রাধান্য দিয়ে আসছে। কিন্তু আমাদের দেশে যে কিটের অভাবে সেই টেস্ট অন্য দেশের থেকে কম হচ্ছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ফলে ছড়িয়ে দেওয়া রোগী থাকলেও সে চোখের আড়ালে থেকে যাচ্ছে। কিন্তু সেই ছড়িয়ে পড়াটিকে একমাত্র আটকাতে পারে ঘরের মধ্যে আটকে পড়া। কিন্তু তা যে সত্যি সত্যি হচ্ছে না তা তো আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।

আর দেখব কী করে। সাধারণ মানুষের মধ্যে যদি সচেতনতার অভাব থেকে যায় তাহলে সে মানুষকে বোঝার কার সাধ্য। কোনও একটি সম্প্রদায়ের ওপর সব দোষ চাপিয়ে নিজের হাত ধুয়ে নিলে ও ব্যাধি আটকাবার সাধ্য কার আছে। আমরা অন্য দেশের দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু সে দেশের নাগরিকদের সচেতনতার দিকে দেখি না। এই যে বিশেষ কারণে বেরিয়েছি বলাটি এখন আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। যেকানে তিন দিনে বিশেষ প্রয়োজনে একবার বাইরে গেলে কাজ মিটে যায় সেখানে স্রেফ ভালো লাগছে না ঘরে এই অছিলায় সিংহাভাগ মানুষ যে বাইরে যাচ্ছেন তার ঝুড়ি ঝুড়ি উদাহরণ আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে। বাংলার নিরিখে বলতে পারি হাট-বাজার চলছে আগের মতো করেই। মানুষ হাঁটছে ছুটির মেজাজ নিয়েই।

ফলস্বরূপ যা ঘটবার তা তো ঘটে চলেছেই। আমরা বড় বেশি তথ্য নির্ভর। কিন্তু সেই তথ্য যে কতখানি ঠিক তা হিসাব করে দেখতে আমরা শিখিনি আজও। ফলে সেই তথ্যকে ভর করে যে বাঁচা যাবে না তা বোঝার সময় এখন এসে গেছে। তাই প্রয়োজন আরও বেশি ও কড়া আইনে লকডউন। আর এটি সত্যিই জরুরি। কিন্তু সেই জরুরি বার্তা প্রশাসন বার বার দিলেও আমরা যে আছি সেই তিমিরেই তা বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। সরকারের সঙ্গে যেখানে একটু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে আমরা সেফ থাকতে পারি অনেকটাই। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবার লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সকলেই ভাবছেন ব্যাধিতি তো আমার দোরগোড়ায় এখন ও আসেনি। কিন্তু কাল যে আসবে না সেভাবে ছড়াতে পারেনি। আমাদের পাশের রাজ্য ওড়িশা যে গ্রাক্সিটিকে অনেকটাই বেঁধে রেখেছে অন্য রাজ্যের তুলনায় তার মূল কারণ কিন্তু এই লকডাউনকে মেনে চলা। সে রাজ্যের প্রশাসন একা এই কাজটি করেনি। করতে সক্ষম হয়েছে সেখানকার মানুষের জনসচেতনতা। যদি নিজামুদ্দিন ফেরত কয়েকজন এই রাজ্যে না ঢুকতে তাহলে সংখ্যাটি আরও কম থাকত। তবুও সেই সংখ্যা তথ্য দিয়ে ও রাজ্যেটি বাংলার থেকে ভালো জায়গায় আজও রয়েছে তার উদাহরণ তো আমরা তথ্য ধরেই

তা কে বলতে পারে। শহরে বা গ্রামে আগুন লাগলে তা দেবালয়কেও তছনছ করে দিতে পারে একথা ভাবতে চাইছেন না অনেকেই। ফলশ্রুতি রোগীর সংখ্যাবৃদ্ধি।

আমাদের দেশে যে সমস্ত রাজ্য ঠিকভাবে লকডাউনকে নিয়েছে সেখানে কিছু এই মারণ ব্যাধি আজও পাচ্ছি। অন্য দেশের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। চিকিৎসক ও বিশ্লেষকরা বার বার বলছেন এই রোগ যত ছড়িয়ে পড়বে ততই ভেঙে পড়বে স্বাস্থ্য কাঠামো। ভারতের মতো বিশাল দেশে যদি প্রতিদিন সংক্রমণ বাড়ে তা হলেআর এই স্বাস্থ্য কাঠামোর মধ্যে এটিকে সামাল বেশি ভয়ঙ্কর। প্যানিক কিংবা ভয় নয়। করোনা ভাইরাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে সব থেকে বড় প্রয়োজন সংক্রমণকে রুখে দেওয়া। যে চেন ভাঙার কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বিশেষজ্ঞ দল। কিন্তু সেই সংক্রমণকে আটকাতে গেলে ঘরের মধ্যে থেকে সেই কাজটি করতে হবে। রাস্তায় বেরিয়ে নয়।

এই কদিন চোখের সামনে যে ছবি দেখেছি তা তো নিঃসন্দেহে ভয়ের। গরিব মানুষ রেশনের দোকানে ভিড় করছেন। আইনের তোয়াক্কা না করেই। মধ্যবিত্ত বাজার দোকানে ভিড় করেছেন সেই একই পন্থা অবলম্বন করেই। ধনী মানুষের মধ্যে এডান্ট কেয়ার মনোভাব ছড়িয়েছে রোগটিকে। অথচ সরকারের কাজে খামতি নেই। অবশ্য রাজনীতির বারুদ ফেটেছে অহরহ। সঙ্গে ভোটের নোংরা রাজনীতি। হাজার নিরাশার মধ্যেও আজও আশার আলো জ্বলছে আরও বেশি লকডাউন। আরও বেশি ঘরে থাকা। এই ঘরে থাকাটিকে এই কদিনে যদি আমরা অভ্যাস হিসাবে বস করতে পারি তাহলেএই দেশেসংক্রমণের অভাব ঘটবে। আর এই সংক্রমণ যত কমবে ততই মঙ্গল। কী ভাবছেন ঘরে থাকবেন। বাইরে বেরোবেন না। তাহলেই তো রোগের দাওয়াই পাওয়া গেছে। আপনার ঘরে করোনা ভাইরাস উঁকি মারতে আসবে না। আপনি যদি নিজেকে রোগমুক্ত রাখতে পারেন আপনার পরিবার পরিজনও রোগমুক্ত হবে। সমাজ থেকেও সরতে বাধ্য হবে এই ভাইরাস। আজকে এই মহা দুর্যোগের দিনে দরজা বন্ধ করে রাখুন। এই ক'দিন না হয় একটু ভালমন্দ খাওয়াদওয়া থেকে বিরত থেকে ঘরেই থাকি। আলুসদ্ধি ভাত খেয়েই আটকাই সংক্রমণ। ভাইরাস চলে গেলে তখন না হয় সব সখ আহ্লাদ খাওয়াদাওয়া একসঙ্গেই সারা যাবে। মেনে চলি লকডাউন। নিয়ম মেনেই। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শনিবার পরিবহনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিং রায়ের উপস্থিতিতে নার্বাড ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

আকসাই চিনে অধিকারের দাবি রাখুক ভারত : প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ

ওম প্রকাশ সিং

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি.স.): ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর ভুল সিদ্ধান্ত এবং বিস্তারবাদী নীতির মাধ্যমে চিন ১৯৬২ সাল থেকে লাগাতার ভারতীয় সীমায় অনুপ্রবেশ করছে। এমনই অভিমত দেশের বেশ কিছু প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের। ১৯৬২-র যুদ্ধের পর থেকে ৫৮ বছর অতিক্রান্ত, অথচ এখনও বিস্তারবাদী নীতি নিয়েই এগিয়ে চলছে চিন। কঠোর মনোভাব ও পদক্ষেপের মাধ্যমেই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে। একইভাবে আকসাই চিনের উপর দাবি রাখা উচিত আমাদের। আকসাই চিন ভারতের অংশ এবং তা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কঠোর পদক্ষেপের প্রয়োজন। এজন্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বৈশ্বিক কৌশল থাকলেই চলবে না, প্রয়োজনে ভারতকে সামরিক পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত বহুভাষী সংবাদ সংস্থা "হিন্দুস্থান সমাচার"-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল সব্যসাচী বাগচি এবং অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার প্রবীর সান্যাল বলেছেন, ৬৫ শতাংশ যুব শক্তির আবেগের সঙ্গে ১৩০ কোটি জনসংখ্যার দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে ভারত। কেউ যদি আমাদের চোখ দেখায়, আমাদের সীমায় ঢুকে পড়ে, তা এখন আর চলবে না। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ১৯৬২-র যুদ্ধে চিন আমাদের সীমায় অনুপ্রবেশ করেছিল। আমরা পরাজিত হয়েছিলাম এবং বিষয়টি রাষ্ট্রপুঞ্জ পর্যন্ত গিয়েছিল। ততক্ষনে চিন আমাদের আকসাই চিনের বিশাল অংশ দখল করে নিয়েছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এই অংশটি চিনের থেকে মুক্ত করার সাহস দেখাননি। আর তাই আকসাই চিন এখনও চিনের দখলেই রয়েছে। কর্নেল সব্যসাচী বাগচি জানান, চিন কখনই আমাদের প্রতিবেশী ছিল না। চিনের সীমান্ত কখনই ভারত লাগোয়া নয়। ১৯৬২-র যুদ্ধে যখন ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী পরাজিত হয়েছিল, তখন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু তিব্বতে চিনের আধিপত্য মেনে নিয়েছিলেন। এরপরই অতিক্রমণবাদের নীতি অবলম্বন করে সমগ্র তিব্বত দখল করেছে চিন এবং ভারতের প্রতিবেশী হয়ে উঠেছে। আকসাই চিনও দখল করে রেখেছে, এরপরই চিন আমাদের সীমান্তের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করেছে। লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর পর নরেন্দ্র মোদী প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি চিনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। ২০১৭ সালে ডোকলামে ভারতীয় সৈনিক যেভাবে চিনের মুখোমুখি হয়েছিল অথবা গালওয়ান উপত্যকায় মোক্ষম জবাব দেওয়া হয়েছে, এই অবস্থান আরও কঠোর হওয়া দরকার।

এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান কীভাবে সম্ভব এই প্রসঙ্গে কর্নেল বাগচি বলেছেন, তিব্বতের অদূরে ভারত-চিন সীমা নিয়ে চুক্তির প্রয়োজন। শুধুমাত্র কাগজে-কলমে নয় ভূমিতে রেখাঙ্কন করতে হবে। সীমা নির্ধারণ করতে হবে। চিনকে তাঁদের সীমা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নথি প্রস্তুত করতে হবে। তবেই চিন সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে। তিনি বলেছেন, শক্তির দিক দিয়ে ভারতের সেনা সংখ্যা কম, কিন্তু চিন যেভাবে একনায়ক দেশ হিসেবে উদয় হচ্ছে তা আমাদের বুঝতে হবে। সেখানে অধিক সংখ্যক সেনাবাহিনী থাকা দরকার, আমাদের দেশ বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ এবং চিনের ২১ লক্ষ সেনার তুলনায় ভারতের ১৪ লক্ষ সেনা ভারী পড়বে। যেহেতু আমাদের সেনা লড়াইয়ে দুর্দান্ত অভিজ্ঞ এবং চিনকে যোগ্য জবাবও দিয়েছে।

ব্রিগেডিয়ার প্রবীর সান্যাল বলেছেন, ১৯৬২-র ভারত এবং বর্তমানের ভারতের মধ্যে অনেক পার্থক্য। সামরিক দিক দিয়ে চিনের থেকে আমরা কোনও অংশে কম না। ১৯৬২-র পর ১৯৬৭-তেও চিনের সঙ্গে লড়াই হয়েছিল এবং তখন ভারতের ৭০ জন জওয়ান শহিদ হয়েছিলেন, অথচ চিনের ৩০০-রও বেশি সেনার মৃত্যু হয়েছিল। চিন তখনই বুঝতে পেরেছে ভারতের সঙ্গে লড়াই এত সহজ নয়, তাই প্রক্সি নীতি শুরু করেছে। কখনও পাকিস্তানকে সাহায্য করে, কখনও নেপালকে, কখনও আবার অনুপ্রবেশ করে। এবার গালওয়ানে চিনকে যোগ্য জবাব দেওয়া হয়েছে। ভারতের জন্য আরও একটি ভালো বিষয় হল-চিনের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ভালো নয়। সেখানকার জনগণ সরকারের বিপক্ষে এবং নিয়মিত বিদ্রোহ চলছে। এজন্য সামরিক শক্তি লাগাতার শক্তিশালী করছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, যেমন আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ভারতের পাশে রয়েছে এবং জানিয়েও দিয়েছে প্রয়োজন পড়লে চিনের বিরুদ্ধের সামরিক শক্তি ব্যবহার করবে তাও আবার ভারতের সঙ্গে মিলিত হয়ে। এজন্যই ভারতের কাছে খুব ভালো সুযোগ হল, চিনকে শুধুমাত্র চাপ দেওয়াই নয়, আকসাই চিন ফিরে পাওয়ার জন্যও দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ব্রিগেডিয়ার সান্যাল বলেছেন, চিনের সঙ্গে যদি যুদ্ধ হয়, তাহলে চিনকে নতজানু হতেই হবে কারণ প্রতিটি মঞ্চে ভারত চিনের উপর ভারী পড়বে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চাপের মুখে চিন মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে। দু"জন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ বলেছেন, ঠিক যেভাবে চিনের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি বাতিল করা হচ্ছে, সেভাবে আর্থিক নির্ভরতা হ্রাস করতে হবে। ৫৯টি চিনা অ্যাপ নিষিদ্ধ করা নিয়ে প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এমন ধরনের অনেক সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। দু"জনে জোর দিয়ে বলেছেন, চিনকে শুধুমাত্র ভারতীয় সীমা থেকে বের করে দেওয়াই নয়, ভারতের উচিত নিজেদের ভূমি পুনরুদ্ধার করে নেওয়া। তবেই যোগ্য জবাব পাবে চিন।

গুয়াহাটিতে ১৯ জুলাই পর্যন্ত বেড়েছে লকডাউন, ঘোষণা 'অসহায়' স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ১১ জুলাই (হি.স.) : অসহায় সরকার, অসহায় জেলা প্রশাসন। তাই গুয়াহাটিতে লকডাউনের সময়সীমা আরও সাতদিন বাড়ানো হয়েছে। সে অনুযায়ী আগামী ১৯ জুলাই পর্যন্ত লকডাউনের মেয়াদ বেড়েছে কামরূপ মেট্রো জেলায়। করোনার গোষ্ঠী-সংক্রমণ ঠেকাতে গত ২৮ জুন মধ্যরাত থেকে কামরূপ মেট্রো (গুয়াহাটি) জেলায় ১৪ দিন অর্থাৎ ১২ জুলাই পর্যন্ত ফের বলবৎ করা হয়েছিল সম্পূর্ণ লকডাউন। আগামীকাল এর মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আজ শনিবার বিকেলে জনতা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে গুয়াহাটিতে করোনার ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে লকডাউনের মেয়াদ আরও সাতদিন বাড়ানো ছাড়া বিকল্প পথ নেই বলে সরকার তথা প্রশাসনের অসহায়ত্বের কথা শুনিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।জানান, আগামীকাল ১২ জুলাই রাত ১২.০০টা থেকে আগামী ১৯ জুলাই রাত ১২.০০টা পর্যন্ত বাড়ানো হবে লকডাউনের সময়সীমা। এর বলে সব ধরনের সরকারি ও বেসরকারি কার্যালয়, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে এই সময়কালে। রাস্তাঘাটে যথারীতি ব্যক্তিগত যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞাও বলবৎ থাকবে। তবে প্রতিদিন সকাল ৯.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা পর্যন্ত অত্যাবশক সামগ্রী যেমন মুদি দোকান খোলা রাখা যাবে। তাছাড়া সকাল ৮-টা থেকে বেলা ২-টা পর্যন্ত ঘরে ঘরে শাক-সবজি বিক্রি করতে পারবেন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা। উদ্বেগ প্রকাশ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, গুয়াহাটিতে লকডাউন চলছে। কিন্তু গোষ্ঠা সংক্রমণ ঠেকানো যাচ্ছে না। দৈনিক গড়ে তিন থেকে চার শতাধিক করোনা পজিটিভ রোগী শনাক্ত হচ্ছেন। তাই গুয়াহাটিতে লকডাউনের মেয়াদ আরও এক সপ্তাহ বাড়াতে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে পরামর্শ দিয়েছিল স্বাস্থ্য দফতর।

মন্ত্রী জানান, গতকাল গুয়াহাটির নাগরিক সমিতি, স্বাস্থ্য দফতর এবং কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসনের মধ্যে করোনা ও লকডাউন সম্পর্কিত এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই সভায় নাগরিক সমিতিগুলো আরও দু সপ্তাহ লকডাউনের সময়সীমা বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু প্রথম দফার লকডাউনের ফলে ৩০ থেকে ২১ শতাংশ পর্যন্ত আক্রান্তের হার হ্রাস পাওয়ায় এক সপ্তাহের জন্য লকডাউন ঘোষণা করতে মুখ্যসচিবকে অনুরোধ জানায়ো হয়েছে বলে জানান তিনি।

হিমন্তবিশ্ব শর্মার দাবি, গতকাল এবং পরশু ২১ শতাংশ থেকে ১৬ শতাংশ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা কমেছে।

সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় বেঙ্গালুরুতে জারি সম্পূর্ণ লকডাউন

বেঙ্গালুরু, ১১ জুলাই (হি.স.) : বেঙ্গালুরুতে জারি সম্পূর্ণ লকডাউন। বেঙ্গালুরুতে সংক্রমণ আচমকা বেড়ে যাওয়ায় ফের সম্পূর্ণ লকডাউনের পথে হাঁটল কর্নাটক সরকার। ১৪ থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত লকডাউন জারি থাকবে। শনিবার লকডাউনের ঘোষণা করলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পা। তিনি জানিয়েছেন, লকডাউনের মধ্যেই দুধ, সবজি, ফল, ওষুধের দোকান খোলা থাকবে।

ক্রমেই লাগামহীন ভাবে বেড়ে চলেচিল করোনা সংক্রমণ। সামাজিক দূরত্বের তোয়াক্কা না করে রাস্তায় নেমে পড়েছিল দক্ষিণের কস্মোপলিটন বেঙ্গালুরু। আর তাতেই বিপত্তি। হুহু করে বাড়তে থাকে করোনা কেস। আর তা নিয়ন্ত্রণ করতে হিমশিম খেতে হয় ইয়েদুরাপ্পা সরকারকে। এর জেরে ফের সম্পূর্ণ লকডাউনের পথে হাঁটল কর্নাটক সরকার। শনিবার ঘোষণা করে জানিয়ে দেওয়া হয় যে ১৪ জুলাই রাত আটটটা থেকে ২২ জুলাই ভোর পাঁচটা পর্যন্ত সম্পূর্ণ লকডাউন জারি থাকবে বেঙ্গালুরুতে। এর আগে প্রতি রবিবার সম্পূর্ণ ও শনিবার আংশিক লকডাউন জারি করা হয়েছিল বেঙ্গালুরুতে, তবে তাতেও কোনও ফল মেলেনি। এর জেরেই ফের সম্পূর্ণ লকডাউন জারি হল।

একইসঙ্গে শহরের পাইকারি সবজি বাজারে ভিড় এড়াতে বেঙ্গালুরু পুরনিগমেক কমিশনারকে বেশি সংখ্যক বাজার তৈরির নির্দেশ দিয়েছে কর্নাটক সরকার। এর আগে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে গত সপ্তাহের উইকেন্ডে ৩৩ ঘণ্টা সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছিল বেঙ্গালুরুতে।

উল্লেখ্য, ১৫,৩২৯ করোনা আক্রান্ত বেঙ্গালুরুতে এমনিতেই কর্নাটকের মধ্যে বেঙ্গালুরু পৌরনিগমের আওতায় করোনার প্রকোপ সবথেকে বেশি। পুরো রাজ্যে যেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১৫,৩২৯। বেঙ্গালুরু পৌরনিগম থেকে রাজ্যের প্রায় ৫০ শতাংশের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। কর্নাটকে মৃত্যু হয়েছে মোট ৫৪৫ জনের, সেখানে বেঙ্গালুরুতেই ২০৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে।

করিমগঞ্জ ডিএসএ সভাপতির বাড়িতে বৈঠক, কমলাক্ষ-ঘনিষ্ঠদের উপস্থিতি নিয়ে চর্চা শহরে

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ জুলাই (হি.স.) : বহু প্রতীক্ষিত জেলা ক্রীড়া সংস্থা (ডিএসএ)-র বার্ষিক সাধারণ সভা নিয়ে করিমগঞ্জ শহরের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সরগরম হয়ে উঠছে। হাই প্রোফাইল জেলা ক্রীড়া সংস্থায় শাসকদলের প্রভাব চিরাচরিত প্রথা। করিমগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। ইতিমধ্যে এ নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক দৌড়ঝাঁপ।

সভাপতি পদের হট চেয়ারে বর্তমান সভাপতি বিশ্বরূপ ভট্টাচার্যের পুনরায় আসীন হওয়াটা প্রায় নিশ্চিত। তবে দ্বিতীয় হট চেয়ার সচিব পদ নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনাকল্পনা। ওয়াকিবহাল সূত্রের খবর, এ নিয়ে আজ শনিবার বিশ্বরূপ ভট্টাচার্যের বাড়িতে এক বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে।

বৈঠকে কংগ্রেসি বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের ঘনিষ্ঠ বেশ কয়েকজন সদস্যের উপস্থিতিতি চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সূত্রের খবর, আজকের এই শাসক-বিরোধী বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল, নির্বাচন এড়িয়ে, যাতে সর্বসম্মতিক্রমে সচিব পদের প্রার্থী চয়ন করা যায়। দুই প্রাক্তন খেলোয়াড়ের নাম বিবেচনায় এনে, তাঁদের কাছে সচিব পদের প্রস্তাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বিশ্বরূপ ভট্টাচার্যের বাড়িতে অনুষ্ঠিত আজকের এই বৈঠকে উপস্থিত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের ঘনিষ্ঠ জনৈক ব্যক্তি জানিয়েছেন, আগামী ৪/৫ দিনের মধ্যে সচিব পদের জন্য প্রস্তাবিত নামগুলি প্রকাশ্যে আনা হবে।

প্রদেশ বিজেপির সহ সভাপতি তথা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি বিশ্বরূপ ভট্টাচার্যের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বৈঠকের কথা অস্বীকার করলেও ডিএসএ-র কয়েকজন সদস্য ও প্রাক্তন খেলোয়াড়রা সংস্থার কোনও কাজ নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন বলে জানান। তবে সচিব পদের প্রার্থিত্ব নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি বলে দাবি করেছেন বিশ্বরূপ।

তিনি বলেন, এখনও অনেক সময় ও প্রক্রিয়া বাকি। তাই এ বিষয় নিয়ে তাড়াহুড়োর কোনও কারণ নেই। ৩০ আগস্ট সংস্থার এজিএম অনুষ্ঠিত হবে। তার পর ক্রুপ মেম্বার নেওয়া হবে। এর পর নির্বাচনের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হবে। সর্বসম্মতিতে কমিটি গঠন হবে, না-নির্বাচনের প্রয়োজন হবে, তা সময়ই বলবে বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য।

সারা দেশের জন্য দৃষ্টান্ত হওয়া উচিত ধারাভি, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

মুম্বই, ১১ জুলাই (হি.স.): করোনা মোকাবিলায় ধারাবি মডেল গোটা দেশের কাছে দৃষ্টান্ত বলে শনিবার জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে।এশিয়ার বৃহত্তম বস্তিতে এখনও পর্যন্ত ১৬৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার হার এই বস্তিতে ৮০ শতাংশ।এদিন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে জানিয়েছেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু - ও করোনা নিয়ন্ত্রণে ধারাভির প্রশংসা করেছে। করোনা নিয়ন্ত্রণে ধারাভিতে কাজ করে চলা পৌরকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

পর্যটনমন্ত্রী আদিত্য ঠাকরে জানিয়েছেন, ধারাভিতে বসবাসকারী ৮০ শতাংশ মানুষ ৪৫০ টি সার্বজনিক শৌচাগার ব্যবহার করেছে।এখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা বাইরে থেকে আসা সবজির ওপর নির্ভরশীল।এই অঞ্চলের ১০০ বর্গফুটের মধ্যে ৮ থেকে ১০ জন বসবাস করে থাকে।নিজেদের মধ্যে এরা যেভাবে অনুশাসন এবং আত্মসংযম মেনে চলেছে তা অনুকরণীয়।ধারাভিতে করোনা রোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে চিকিৎসকেরা। চিকিৎসকদের দল ৪৭৫০০ জনের লালারসের নমুনার পরীক্ষা করেছে।৩.৬ লাখের স্ক্রিনিং করানো হয়েছে। এই কারণেই ধারাভিতে করোনার বাড়বাড়ন্ত খুব একটা দেখা যায়নি।

বিচারাধীন বন্দি কৃষক নেতা অখিল কোভিড-আক্রান্ত

গুয়াহাটি, ১১ জুলাই (হি.স.) : বিচারাধীন বন্দি কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির উপদেষ্টা অখিল গগৈর শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। কারাগার কর্তৃপক্ষ অখিল গগৈয়ের কেঁসুলিকে এই খবর জানিয়েছেন। আজ শনিবার বিকেলে নাকি আবার তাঁর অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়েছিল। এতে তাঁর পজিটিভ রেজাল্ট এসেছে।গত বুধবার অখিলের অ্যান্টিজেন টেস্টে কোভিড-১৯ নেগেটিভ এসেছিল। গতকাল রেপিড টেস্টিঙেও নেগেটিভ আসে। জানা গেছে, করোনা পজিটিভ ধরা পড়ার পর অখিল গগৈকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে।ইতিমধ্যে গত ৮ জুলাই কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ধৈর্য কেঁওর এবং ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি বিতু সনোয়ালও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। গতকাল এনডিএফবি-প্রধান রঞ্জন দৈমারির শরীরেও কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। এদিকে কারাবন্দি আরেকজন মানস কেঁওরের রেজাল্ট এখনও আসেনি। প্রসঙ্গত, গুয়াহাটির কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে এখন পর্যন্ত মোট ২৫ জন বিচারাধীন বন্দি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

মেঘালয়ে একদিনে রেকর্ড সংক্রমণ, আজকের ৭৬ জনকে নিয়ে রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা ৩১২

শিলং, ১১ জুলাই (হি.স.) : করোনা-র প্রকোপ মেঘালয়ে হঠাৎ তেজি রূপ নিয়েছে। একদিনে নতুন করে ৭৬ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। একদিনে সর্বোচ্চ সংক্রমণে

ছয়ের পাতায়

'আপদ মিত্র'-এর হাত ধরে অন্তিম সৎকার কাছাড়ের প্রয়াত শান্তিবালাব

শিলচর (অসম), ১১ জুলাই (হি.স.) : 'আপদ মিত্র'-এর হাত ধরে শেষ পর্যন্ত অন্তিম সৎকার করা হলো কাছাড় জেলার নরসিংপুর দ্বিতীয় খণ্ডের শান্তিবালা নাথ (৮৫)-এর নশ্বর দেহের। শান্তিবালার মৃত্যু হয়েছিল শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টা ৩০ মিনিটে। কিন্তু পরিবারের তিন সদস্যের করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে, তাই ভয়ে কেউ আর এগিয়ে আসেননি শান্তিবালার অন্তিম সৎকার করতে। মৃতদেহ ঘরের মধ্যে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল কাল থেকেই। এছাড়া এই এলাকাটি কনটেইনমেন্ট জোন। ঘটনার খবর পৌঁছানো হয় প্রশাসনের কাছে। প্রশাসনের উদ্যোগে শেষ পর্যন্ত ডাকা হয় আপদ-মিত্রদেরকে। কারণ তাঁরা এ সব ব্যাপারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। আপদ-মিত্রের সদস্য ছিলেন সোনাই এলাকার তিন যুবক নাজম উদ্দিন চৌধুরী, সাহিদ আহমেদ চৌধুরী এবং রশিদ আহমেদ চৌধুরী। সোনাই রাজস্ব চক্রের ফিল্ড অফিসার বিপ্রজিত পাল চৌধুরী বিশেষ উদ্যোগ নেন। শেষ পর্যন্ত কোভিড প্রটোকল মেনে পিপিই কিট পরে অন্তিম সৎকারে এগিয়ে আসেন 'আপদ মিত্র' দলে তিন ভিন ধর্মী যুবক। তাদের সঙ্গ দেন পরিবারেরই এক সদস্য। তার রেজাল্ট নেগেটিভ এসেছিল। তবে তাঁকেও কোভিড প্রটোকল মেনে পিপি কিট পরতে হয়েছিল।

তারা নাথ যোগী সম্প্রদায়ের প্রথা মেনে শান্তিবালাকে বাড়ির পাশেই একটি স্থানে মাটির নীচে সমাধিস্থ করেন। বিপ্রজিত পাল চৌধুরী জানান, 'আপদ মিত্র' একটি বিশেষ ধরনের প্রকল্প যাতে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি কর্তৃক যুবকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যাতে বিপদে আপদে এরা যে কোনও ধরনের উদ্ধারকার্য সম্পন্ন করতে পারেন।

এখানে উল্লেখ্য, গত ৯ জুলাই, বৃহস্পতিবার কোভিড সংক্রমণ ধরা পড়ে এই পরিবারের তিন সদস্য-সদস্যার শরীরে। তারা প্রাণেশ নাথ (৩৫), দীনেশ নাথ (৫২) এবং দেবাংশি নাথ (৩)। তাদের সবাইকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয়। প্রাণেশ এবং দীনেশের পিসি প্রয়াত শান্তিবালা নাথ।

নরসিংপুর আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের ব্লক সভাপতি পম্পি নাথ চৌধুরী জানান, শুক্রবার রাতে শান্তিবালার সোয়াব নিয়ে গিয়েছিলেন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা। আজ শনিবার সকালে তা ধলাই হাসপাতালে জমা দেওয়ার কথা। তবে প্রয়াত কি কোভিড পজিটিভ না নেগেটিভ তা জানা যায়নি। তিনি আরও জানান নাথ, বারো সমাজ থেকে দু একজন উপস্থিত থাকলেও তাঁরা দূরত্ব বজায় রেখেই ছিলেন।

সমাধি করানো হয় সরকারি কর্মী মারফত এবং গাইড লাইন অনুসরণ করেই। তবে যোগী সম্প্রদায়ের প্রথা অনুসারে সমাধিস্থ করানো হয় প্রয়াতকে।

১৩ এবং ১৪ জুলাই সম্পূর্ণ লকডাউন শিলঙে : মুখ্যমন্ত্রী

শিলং, ১১ জুলাই (হি.স.) : করোনা মোকাবিলায় শিলং ও সংলগ্ন এলাকায় দুদিনের সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা। আগামী ১৩ এবং ১৪ জুলাই শিলং ও সংলগ্ন এলাকায় সম্পূর্ণ লকডাউন কার্যকর হবে। পাশাপাশি, শিলং শহর এবং তার পার্শবর্তী এলাকায় ১৫ জুলাই সকাল ৬-টা পর্যন্ত কার্ফিউ বলবৎ থাকবে।

শনিবার সন্ধ্যা ৬:০৬ মিনিটে তাঁর অফিশিয়াল টুইটে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, আগামী দু-দিন অর্থাৎ ১৩ এবং ১৪ জুলাই শিলং ও সংলগ্ন এলাকায় সম্পূর্ণ লকডাউন কার্যকর হবে। শুধু তা-ই নয়, লকডাউনের অন্তর্গত শিলং ও সংলগ্ন এলাকায় ১৫ জুলাই সকাল ৬-টা পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ থাকবে।

এদিন সন্ধ্যা ৭টা ২৮ মিনিটে তিনি পুনরায় টুইট করে বলেন, ভাইরাসের চারিত্রিক পরিবর্তনের জন্যই লকডাউন কার্যকর করতে হচ্ছে। এই সুযোগে শিলঙে করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে যাঁরা গেছেন তাঁদের খুঁজে বের করা হবে। তাতে করোনা-র সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া আটকানো সম্ভব হবে। তিনি মেঘালয়বাসীর উদ্দেশ্যে আবেদন জানান, লকডাউন কঠোরভাবে পালনে সহায়তা করুন।

প্রসঙ্গত, করোনা-র প্রকোপ মেঘালয়ে হঠাৎ তেজি রূপ নিয়েছে। একদিনে নতুন করে ৭৬ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। একদিনে সর্বোচ্চ সংক্রমণে আজ রেকর্ড করেছে। তাতে, রাজ্যে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৩১২-য় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৪৫ জন সুস্থ হয়েছেন। ২১৫ জন করোনা সংক্রমিত সক্রিয় রয়েছেন। মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা টুইট বার্তায় করোনা আক্রান্তের এই তথ্য দিয়েছেন। মেঘালয়ে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত ১৫ এপ্রিল ডা. জন এল সাইলো করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এর পর গত ২ জুলাই ৮ মাসের এক বাচ্চার করোনা সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে। অরুণাচল প্রদেশ থেকে ওই শিশুকে নেইগ্রিমস-এ চিকিৎসার জন্য এনে ভরতি করা হয়েছিল। কিন্তু করোনা-র প্রকোপে তার মৃত্যু হয়েছে।

করোনায় আক্রান্ত নিরাপত্তারক্ষী, সিল বলিউড অভিনেত্রী রেখার বাংলো

মুম্বই, ১১ জুলাই (হি.স.) : করোনায় আক্রান্ত বলিউড অভিনেত্রী রেখার এক নিরাপত্তারক্ষী। রেখার বাংলো 'স্প্রিং সি'-তে কর্তব্যরত এক নিরাপত্তা কর্মীর শরীরে করোনাভাইরাস সংক্রমণের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। খবর পেয়ে শনিবার বাংলোটি পুরকর্তারা সিল করে দিয়েছে বৃহন্মুম্বই পুর নিগম। শুধু তাই নয়, করোনা হানার কারণে সংলগ্ন বান্দ্রা বাস স্ট্যান্ড-সহ গোটা এলাকা কন্টেনমেন্ট জোন হিসেবে চিহ্নিত করেছে বৃহন্মুম্বই পুর নিগম।

রেখার এই বাংলোয় শিফ অনুযায়ী দুই জন নিরাপত্তা রক্ষী কাজ করেন বলে খবর। তাঁদেরই একজনের দেহে করোনা সংক্রমণ ঘটেছে। তবে এখনও পর্যন্ত অভিনেত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্য এবং বাংলোর অন্যান্য কর্মীদের শরীরে সংক্রমণের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি। দেখা যায়নি কোনও কোভিড উপসর্গও।

শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

গরমে কি সাজ পোশাক পরবেন

গরমে দৈনন্দিন কাজ নির্ভেজালভাবে করতে প্রয়োজন আরামদায়ক পোশাক। গরমে বাইরে কাজ করার জন্য পোশাক বাছাইয়ে কিছুটা সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এই সময় কী ধরনের পোশাক পরা উচিত, পোশাকের রং কী হবে, কোন পোশাকের সঙ্গে কোন গহনা মানাবে- এই বিষয়গুলো কমবেশি সবাইকেই ভাবিয়ে তোলে। গরমে পোশাক নির্বাচন প্রসঙ্গে কথা বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের 'বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়নশিল্প বিভাগ'য়ের সহকারী অধ্যাপক শাহমিনা রহমান। গরমের মৌসুমে পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুতির পাশাপাশি লিলেন কাপড়ের তৈরি পোশাক পরার পরামর্শ দেন তিনি। শাহমিনা রহমান বলেন, "সুতি কাপড়েরে শাষণ ক্ষমতা বেশি হওয়ায় এটি গরমে ব্যবহারের জন্য বিশেষ উপযোগী। তাছাড়া সুতি কাপড়ে তৈরি পোশাক আরামদায়ক এবং দীর্ঘস্থায়ী। অন্যদিকে এ ধরনের পোশাকের যত্ন নেওয়া তুলনামূলক সহজ।" সুতি ও লিনেন কাপড় বাতাস চলাচলে সহায়তা করে ও ঘাম শোষণ করে বলে এই ধরনের পোশাক গরমে ব্যবহার করার পরামর্শ দেন শাহমিনা।

পোশাকের রং

গরমে হালকা রংয়ের পোশাক বেছে নেওয়াই ভালো। বিশেষ করে দিনের বেলা হালকা রংয়ের পোশাক নির্বাচনের পরামর্শ দেন শাহমিনা। সন্ধ্যায় বা রাতে চাইলে গাঢ় রংয়ের পোশাক পরা যেতে পারে। তবে অবশ্যই তা সুতির হওয়া প্রয়োজন। দিনের বেলায় হালকা নীল, হালকা সবুজ, গোলাপি, সাদা, অফ হোয়াইট, হালকা বেগুনিসহ যে কোনো হালকা রং ব্যবহার কর যাবে।

পোশাকের ধরণ

শাহমিনা বলেন, "যেই ধরনের পোশাকই ব্যবহার করা হোক না কেনো খেয়াল রাখতে হবে তা যেন খুব বেশি আঁটসাঁট না হয়। গরমে ঢিলেঢালা পোশাক পরলে আরাম পাওয়া যায়।"

গরমে গয়না নির্বাচন

গরমকালে গহনা ব্যবহার করলে কিছুটা অস্বস্তি লাগতে পারে। তবে একেবারে কান, গলা বা হাত খালি রাখাও সবসময় ভালো দেখায় না। তাই গরমকালে গহনার ব্যবহারে কিছুটা পরিবর্তন আনার কথা বলেন শাহমিনা। এক্ষেত্রে কাপড়, সুতা, নারিকেলের মালা ও বিভিন্ন ফলের বীজের তৈরি গহনা ব্যবহার করার পরামর্শ দেন শাহমিনা। এ ধরনের গয়না হালকা ও রঙিন হয়। আর তাই সামান্য সাজেই আকর্ষণীয় দেখায়। তাছাড়া পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে বা কনট্রাস্ট করে এই ধরনের গয়না ব্যবহার করলে দেখতে ভালোলাগে।

কেশ বিন্যাস

গরমে চুল খোলা না রাখার পরামর্শ দেন শাহমিনা। সারাক্ষণ পিঠ ও ঘাড় ঘামতে থাকে ফলে পোশাকে তিলাদাগ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া চুল খোলা রাখলে গরম আর অস্বস্তিও লাগে। আর এর ছাপ চেহারাতেও পড়ে। তাই গরমকালে বিশেষ করে দিনের বেলায় পনিটেইল, বেণি, খোঁপা বা কাঁটাক্লিপ ব্যবহার করে চুল বেঁধে রাখলে দেখতেও ভালো দেখায় আর গরমও কম লাগব।

পেশা অনুযায়ী পোশাক

পেশা অনুযায়ী পেশাক নির্বাচনের জন্য পোশাকের রং, তন্তু, ধরন ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে শাহমিনা বলেন, "কর্মজীবী নারীরা হালকা রংয়ের সুতি শাড়ি, পাতলা জমিনের শাড়ি, সুতির সালোয়ার কামিজ পরতে পারেন।" "রাতের যেকোনো অনুষ্ঠানে সিল্ক, মসলিন, জামদানি বা পাতলা জমিনের গরদের শাড়ি বেছে নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে কিছুটা গাঢ় রং হলেও সমস্যা নেই। এসব শাড়ির সঙ্গে হালকা গহনা ও হালকা মেইকআপ বেশ ভালো মানিয়ে যায়।" বললেন শাহমিনা। তিনি আরও পরামর্শ দেন, "যারা পুরোপুরি শাড়ি এড়িয়ে চলতে চান তারা প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য সুতি, লিলেন, টাইডাই, হালকা প্রিন্ট ও বাটিকের সালোয়ার কামিজ বেছে নিতে পারেন।" বলেন শাহমিনা। স্কুে-কলেজের ছাত্রীরা ফতুয়া, লং কামিজ, স্কার্ট ইত্যাদি পরতে বেশি পছন্দ করেন।

এক্ষেত্রে অ্যাপলিক, টাইডাই, বাটিক, প্রিন্ট ইত্যাদি কাপড় বেশ উপযোগী। এছাড়াও সুতি বা লিনেনের তৈরি বিভিন্ন ধরনের পোশাকের সঙ্গে বেণি বা পনিটেইল করলে দেখতে ভালো দেখায়। ছেলেরা শর্ট-শার্ট, সুতির ফতুয়া, পাঞ্জাবি ও পাতলা টি শার্ট পরতে পারেন। এতে গরম কিছুটা কম লাগে আর আরাম পাওয়া যায়।

দুই নয়, ডায়াবেটিস পাঁচ ধরনের ঃ দাবি গবেষকদের

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগটি এতদিন দুই ধরনের বলে আমরা জেনে আসলেও বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, রোগটির আলাদা পাঁচটি ধরন আছে। নতুন এক গবেষণা প প্রতিবেদনে সুইডেন ও ফিনল্যান্ডের গবেষকরা এ দাবি করেছেন. তারা বলচেন, পাঁচটি ভিন্ন ধরনের রোগ হিসাবেই ডায়াবেটিসের চিকিৎসা করা উচিত। অথচ চিকিৎসকরা কেবল ডায়াবেটিসকে টাইপ ১ ও টাইপ ২ এ দুই ধারায় ভাগ করেই এতদিন যাবত চিকিৎসা করে আসছেন। কিন্তু নতুন গবেষণায় রোগটির অরো জটিল যে দারাগুলোর সন্ধান মিলেছে তাতে এখন এর চিকিৎসা পদ্ধতিতে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে বলেই গবেষকরা আশাবাদী।

বিশ্বজুণে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি ১১ জনে একজন ডায়াবেটিসে আাক্রান্ত।

এর কারণে হার্ট অ্যাটার্ক, স্ট্রোক, অন্ধত্ব, কিডনির অসুখ এনকি অঙ্গচ্ছেদের ঝুঁকি বাড়ে। টাইপ-১ ডায়াবেটিস দেহেহর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার অসুখ। এতে দেহে ইনসুলিন তৈরি ব্যাহত হয়। ফলে রক্তে চিনির পরিমাম নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত হরমোনের অভাব হয়। আর টাইপ-২ ডায়াবেটিস বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের কারণে হয়। এতে দেহে চর্বির মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় ইনসুলিন কাজ করেনা। জানা গেছে, সুইডেনের লুন্ড ইউনিভার্সিটি এবং ইন্সটিটিউট অব মলিকুলার মেডিসিন ফিনল্যান্ড রে গবেষকরা ১৪ হাজার ৭৭৫ জন রোগীর ওপর গবেষণা চালিয়েছেন। দ্য ল্যানসেট ডায়াবেটিস অ্যান্ড এন্ডোক্রাইনোলজি এ গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

গবেষণার ফলাফলে বলা হ য়েছে, ডায়াবেটিস রোগীদের পাঁচটি গুচ্ছে ভাগ করা যায়। পাঁচ ধরনের ডায়াবেটিস হচ্ছে ক্লাস্টার ১টি মূলত টাইপ ১ ডায়াবেটিসর মতো। যা তীব্র ইনসুলিনের তীব্র অভাব দেখা দেয়। এটিও অনেকটা টাইপ ১ ডায়াবেটিসের মতো। রোগী, তরুণ, স্বাস্থ্যবান ও হওয়ার পরও ইনসুলিন উৎপাদনে ঘাটতি থাকে। যদিও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার দুর্বলতা এর জন্য দায়ী নয়।

ক্লাস্টার ৩ : এধরনের ডায়াবেটিস হয় মাত্রাতিরিক্ত ওজনের কারণে। এদের দেহে ইনসুলিন তৈরি হলেও তা কাজ করে না।

ক্লাস্টার ৪ : এ ধরনের ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত ওজন দায়ী। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত ওজন হওয়ার পরও এধরনের ডায়াবেটিস রোগীদের শারীরিক কর্মক্ষমতা স্বাভাবিক থাকে।

ক্লাস্টার ৫ : বয়সের কারণে এ ধরনের ডায়াবেটিস হয়। সব ধরনের ডায়াবেটিস রোগীদের মধ্যে এধরনের ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের বয়স বেশি হয় এবং এদের ক্ষেত্রে রোগের প্রকোপ হয় অনেক কম। গবেষক অধ্যাপক লেইফ গ্রুপ জানিয়েছেন, আমরা রোগের প্রকোপ অনুযায়ী নির্ভুল চিকিৎসার জন্য একটি কার্যকরী পদক্ষেপ নিচ্ছি। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

হার্টের সমস্যাকে দূরে রাখতে চান, চাই ছোটবেলা থেকেই

হার্টের সমস্যাকে দূরে রাখতে হলে সাবধান হতে হবে ছোটোবেলা থেকেই। আমরা জানি হার্টের সমস্যা প্রধান ডেকে আনে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস। শরীরে চর্বির পরিমাণ বেড়ে গেলে করোনারি ধমনিতে সেই চর্বি আর অন্যান্য কিছু জিনিস জড়ো হয়ে তৈরি করে প্লাক। করোনারি ধমনির মুখ সরু হয়ে যায়। সেই পথে রক্তপ্রবাহে বাধা পড়ে। তখন হার্টে রক্ত সরবরাহ ঠিক মতো হয় না। হার্ট ঠিকমতো অক্সিজেন আর পুষ্টি পায় না। হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বাড়ে।

ছোটদের সাবধানতা

বড় বয়সে হার্টকে সুস্থ রাখার জন্য হার্টের যত্ন নিতে হবে ছোটোবেলা থেকেই। ছোটরা তো আর পারবে না, তাই সচেতন হতে হবে তাদের বাবা মায়েদেরই। মনে রাখতে দ্রহনবে নিয়ন্ত্রণের অভাবে ধমনিতে প্লাক জমা শুরু হয় ৯-১০ বছর বয়স থেকেই। অবশ্য প্লাকের আগে তৈরি হয় ফ্যাটি স্টিক। এই অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে ভবিষ্যতে এর থেকে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হওয়ার আশঙ্কা বাড়বে।

স্থূলতা হল আসল সমস্যা

সারা বিশ্ব জুড়ে চাইল্ডড ওবেসিটি এখন একটা বড় সমস্যা। বাড়ন্ত বাচ্চাদের সুষম খাবার খাওয়া দরকার। কিন্তু ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারলেই বিপদ। অনেক মা আমার বাচ্চা রোগ বলে অভিযোগ করেন, কিন্তু রোগা থাকা মোটা হওয়ার থেকে ভালো।

ছোটরা কী খাবে

ছোটরা অবশ্যই সুষম খাবার খাবে, কারণ তাদের বাড়ের বয়স। সেই খাবারে কার্বোহাইড্রেট , প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, মিনারেলস থাকবে। থাকবে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। কিন্তু খাবারের কোয়ালিটি ঠিক রাখতে হবে। কোয়ান্টিনিট যেন বেশি না হয়। দেখতে হবে বাড়ি খাওয়া যেন অভ্যেস না হয়ে যায়। যেমন ছোটবেলা থেকে যদি পাতে বাড়তি নুন নিয়ে খাওয়ার বা নোনতা খাবার খাওয়ার অভ্যেস তৈরি হয়ে যায় তাহলে মুশকিল। বড় হয়ে হাইপারটেনশন অর্থাৎ উচ্চ রক্তচাপে বাড়তি নুন একদমই চলে না। আর উচ্চ রক্তচাপ হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বাড়ায়।

আর একটা সমস্যা হল জাংকফুড, চকোলেট, কোল্ডড্রিংকস, আইসক্রিম বেশি খাওয়ার অভ্যেস। এগুলো হল এনার্জি রিচ খাবার- ক্যালরি খুব বেশি থাকে। ছোটরা এগুলো পছন্দ করে। একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু অনবরত এই ধরনের খাবার খাওয়া ঠিক নয়। একবার এই ধরনের মুখরোচক খাবার খাওয়া অভ্যেস হয়ে গেলে ২৪-২৫ বছর বয়স হয়ে গেলেও এগুর্লো ছাড়তে ইচ্ছে করে না। এইভাবে ওজন বাড়ে, হার্টের ক্ষতির আশঙ্কা বাড়ে।

নিয়মিত খেলাধূলো, ব্যয়াম করা

এখানকার বাচ্চারা শুধু ক্যালরি সমৃদ্ধ খাবারই খায় না, তারা শারীরিক পরিশ্রম করে না বললেই হয়। অবশ্য তাদের সময়ই বা কোথায়। কিন্তু পড়াশোনা তো আগেও ছিল। এখন ছোটরা পড়াশোনার ফাঁকে অবসর সময়টা কাটায় টিভি দেখে, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং, ফেসবুক, কম্পিউটার করে। একেবারে সিডেন্টারি বা শারীরিক পরিশ্রমহীন জীবনযাত্রা। আর এসবের সঙ্গে টুকটাক জাংকফুড খাওয়াও চলে। ছোট থেকে ওদের খেলাধূলার অভ্যেস করাতেই হবে। যার যেমন ভালো লাগে। মেয়েদেরও এই অভ্যেস করাতে হবে। খেলাধূলো মানে শুধু তো ফুটবল, ক্রিকেট নয়- সাইকেল চড়া, সাঁতার কাটা, কিছু না হোক সবুজ মাঠে খানিক দৌড়ানো। নিয়ম করে ভোরবেলা দৌড়ানো অভ্যেস করলে বড় হয়েও সেটা থেকে যাবে। যে ক্যালরি শরীর ঢুকছে সেটা ঝরানোও তো দরকার। তাছাড়া যোগাসনও করা যায়। একেবারে ছোটরা না হয় পার্কে গিয়েই শারীরিক অন্য কোনও সমস্যা না থাকলে ছোট বয়সের ব্যায়ামটা একটু ভারীর দিকেই হওয়া ভালো। ছোটদের কী চেকআপ দরকার একদম ছোটদের দরকার নেই। প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার সময় শিশু চিকিৎসক তো তাদের দেখছেনই। তবে পরিবারে যদি সাডন কার্ডিয়াক ডেথ, কার্ডিওমায়োপ্যাথি, ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের ইতিহাস থাকে তাহলে বছর কুড়ি বয়স থেকেই মাঝে মাঝে চেকআপ করানোর দরকার।

মহিলারাও সচেতন হোন

প্রচলিত ধারণা হল মধ্যবয়স পর্যন্ত মহিলারা হার্টের সমস্যা থেকে সুরক্ষিত থাকেন— তাদের হার্ট অ্যাটাক হয় না। এই ধারণাটা ভুল। মেনোপজের আগে মহিলাদের হার্ট অ্যাটাক হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে বটে কিন্তু উচ্চ রক্তচাপ থাকলে, ডায়াবেটিস থাকলে, ওজন খুব বেশি বলে হরমোনের নিরাপত্তা বলয় সবসময় রক্ষা করতে পারে না। আর একটা মুশকিল হল মহিলাদের হার্টের সমস্যা দেখা দেয় অ্যাটিপিকাল সিম্পটম নিয়ে। অর্থাৎ আমরা হার্টের সমস্যার লক্ষণ বলতে যা বুঝি তা হয় না। মহিলাদের ক্ষেত্রে পেটে অস্বস্তি, অ্যাসিডিটিরভাব, একটুতে ক্লান্ত লাগা, হাঁটতে গেলে হাঁপিয়ে যাচ্ছেন— এ ধরনের লক্ষণ হার্টের সমস্যার লক্ষণ হতে পারে। কাজেই এসব লক্ষণ দেখা দিলে মহিলারা অবশ্যই সতর্ক হবেন। আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রেগনোসিস অর্থাৎ চিকিৎস্যার ফল পুরুষদের তুলনায় কম ভালো। তাই সাবধান হতে হবে আগে থেকেই। কাজেই পেটে খুব অস্বস্তি, ঘাম, বুক ধড়ফড়— এগুলোকে অবহেলা করবেন না। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। মাঝবয়সের ডায়েট ডায়েট স্বাভাবিক হবে। বেশি ক্যালরিযুক্ত খাবার খাবেন না। ওজন কম রাখতে হবে। ব্যয়াম মধ্যবিত্ত মহিলারা চাকরির ক্ষেত্রে সচরাচর খুব একটা শারীরিক পরিশ্রম করেন না। যারা ঘরে থাকেন তারা অনেক কাজ করেন। কিন্তু সেগুলোকে ঠিক ব্যয়াম বলা চলে না। শুধু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কাজ করলে চলবে না। বরং ঘর মোছা ভালো ব্যয়াম। নিয়মিত হাঁটা খুবই ভালো ব্যয়াম। যোগাসনও করা যায়। শেষ করার আগে একটা কথা জানিয়ে রাখা দরকার। মেনোপজের পরে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি বা এইচ আর টি করালে হার্ট তেমন

দাগহীন উজ্জ্বল ত্বকের জন্য প্রয়োজন সঠিক যত্ন

রূপচর্চাবিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়, নিয়মিত ত্বকের যত্ন নিলেও সঠিক খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করলে সহজেই পাওয়া যাবে সুন্দর মুখমণ্ডল।

ঘুমের সময় ঃ ত্বকে যে প্রসাধনীই ব্যবহার করা হোক তা ুমাতে যাওয়ার আগে তুলে ফেলা উচিত। ঘুমের সময় সারা শরীর শিথিল থাকে এবং শঊরের কোষগুলো পুনর্গঠনের কাজ শুরু করে। বংশগত সমস্যা না থাকলে ঘুমের সময় চোখের নিচের কালো দাগ এবং আকাল বার্ধক্য দূর হয়।

খাদ্যাভ্যাস ঃ প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে ফল ও সবজি খাওয়া না হলে কোনো প্রসাধনী কাজে আসবে না। তাছঠাড়া তৈলাক্ত ও গাঁজন করা খাবার এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। চিনি ও লবণ কম খান। তেতে শরীর ও ত্বক দুই ভালো থাকবে।

প্রতিদিন স্বাস্থ্যকর খাবার খান। ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যেই নিজের পরিবর্তন নজরে আসবে। এক্ষেত্রে, প্রতিদিনের চা কফি খাওয়ার পরিবর্তে গ্রিন টি পান করুন। চিপস, কাপ কেক এবং বিস্কুটের পরিবর্তে ফলমূল খাওয়ার অভ্যাস করুন। যদি সম্ভব হয় তাহলে চিনির পরিবর্তে মধু বা গুঁড় খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

শারীরিক পরিশ্রম ঃ যোগ ব্যায়াম, হাঁটা, দৌড়ানো, দড়ি লাফ ইত্যাদির মধ্যে আপনার পছন্দ মতো যে কোনো ধরনের শারীরিক পরিশ্রম বেছে নিন। পরিশ্রম শরীরের রক্তচলাচল বাড়ায় এবং দুষিত পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে।

লিফট বা এস্কেলেটর ব্যবহারের পরিবর্তে সিঁড়ি ব্যবহার করুণ। কাছাকাছি কোনো জায়গায় যেতে যানবাহনের পরিবর্তে হাঁটার অভ্যাস করুন। এসব করার মাধ্যমে নিজে বোঝার আগেই শরীর অতিরিক্ত ক্যালরি ঝরানোর কাজ করতে থাকবে।

ত্বকের ধরন ঃ নিজের ত্বকের ধরন-তৈলাক্ত, শুষ্ক, সাধারণ বা মিশ্র ইত্যাদি বুঝে প্রসাধনী ব্যবহার করা উচিত। এছাড়াও প্রসাধনী কেনার ব্যাপারে যথেষ্ট বিচক্ষণ হ্যয়া প্রয়োজন। দৈনিন্দিন ব্যবহারের জন্য ক্রিম ও শ্যাম্পু যেন আপনার সঙ্গে মানানসই হয় এবং এতে যেন কোনো রকম ক্ষতিকারক রাসায়নিক উপাদান না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখুন।

পর্যাপ্ত পানি পান ঃ শুনতে সোজা মনে গলেও আমরা অনেকেই পর্যাপ্ত জল পান করি না। পর্যাপ্ত জল পান করুণ, এটি আপনার ত্বককে উজ্জ্বল করতে সাহায্য করবে। জল ত্বক আর্দ্র রাখে এবং শরীর থেকে অতিরিক্ত বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে।

তাছাড়া এটি সুষ্ঠু বিপাক ও হজমে সহায়ক। প্রতিদিন অন্তত আট গ্লাস জল পান করুণ। আর পানীয় খাওয়ার পরিমাণ বাড়াতে ফলের রস পান করা যেতে পারে।

সানস্ক্রিন ব্যবহার ঃ দাগ মুক্ত ত্বকের জন্য রোদে সানস্ক্রিন ব্যবহার করা প্রয়োজন। সানস্ক্রিন ব্যবহার করলে ত্বক সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে রক্ষা পায় ত্বকের স্বাভাবিক রং বজায় থাকে। ত্বক বিশেষজ্ঞদের মতে, রোদ উঠুক বা আকাশ মেঘলা থাকুক, বাইরে যান বা বাসায় থাকেন প্রতিদিন সকালেই সানস্ক্রিন ব্যবহার করা উচিত। আর প্রতি দুই ঘন্টা পর পর সানস্ক্রিন ব্যবহার করা ভালো।

মেইকআপঃ যতই ক্লান্ত থাকেন আর যে প্রসাধনীই ব্যবহার করেন ঘুমানোর আগে তা তুলে ফেলুন। এই সময় ত্বক কেবল শ্বাস নেয় না, ত্বক নিজের কাজও শুরু করে। ত্বকের যে কোনো সমস্যা এড়াতে উন্নত মানের 'মেইকআপ রিমুভার' এবং ফেইসওয়াস ব্যবহার করুণ। 'মেইকআপ রিমুভার'য়ের বদলে জলপাইয়ের তেলও ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়াও অ্যালকোহলও সুগন্ধহীন যে কোনো প্রসাধনী দিয়ে মেইকআপ তুলতে পারেন।

ক্লিনজিং, টোনিং ও ময়েশ্চারাইজিং ঃ মেইকআপ তোলার পরে মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার করে টোনার এবং ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে।

ক্লিনজিংয়ের মাধ্যমে ত্বকের ময়লা দূর হয় এবং ত্বক সারা দিন সতেজ থাকে। টোনার ব্যবহার করার মাধ্যমে ত্বকের ময়লা ও তেল দূর হয়ে যায়। পাশাপাশি ত্বকে যদি ক্লিনজার আটকে থাকে তা পরিষ্কার করতেও টোনার সাহায্য করে।

টোনার ত্বক আর্দ্রও কোমল করতেও সহায়তা করে। সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, এটি ত্বকে পিএইচ এর সমতা রক্ষা করে এবং লোমকূপ সংকুচিত করতে সাহায্য করে।

ত্বকের জন্য ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা খুব জরুরি। ভালো 'নাইট ক্রিম' ঘন হয় এবং এতে ত্বকের প্রয়োজনীয় সকল উপাদান থাকে। তাই ত্বকের সমস্যা কমাতে রাতে উন্নত মানের 'নাইট ক্রিম' ব্যবহার করুন।

শনিবার আগরতলায় এসএফআই ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

বড়খলার বুড়িবাইল জিপিতে চুতুর্দশ ফিনান্স প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ, আদালতের নির্দেশে কাজ বন্ধ করল পুলিশ

বড়খলা (অসম), ১১ জুলাই (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলার বড়খলা বিধানসভা এলাকার বুড়িবাইল গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এ চুতুর্দশ ফিনান্স প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগে আদালতে মামলা করলেন এলাকার জনৈক নইম উদ্দিন লস্কর। একই জায়গায় কালভার্ট নির্মাণে পর পর তিনবার স্কিম ধরে নয়ছয় করার ব্লু প্রিন্ট তৈরি হয়েছে এই জিপিতে। ফলে আদালতের নির্দেশে তদন্ত করতে গিয়ে আপাতত কাজ বন্ধ করেছে বড়খলা পুলিশ। তবে বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার তিন দিন ধরে পুলিশ লাগাতার সংশ্লিষ্ট গ্রাম ঘুরে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে নজরদারি রেছেছে।

গ্রামোন্নয়নের কাজ নিয়ে পরস্পর বিরোধী দুই দল বিভিন্নভাবে মন্তব্য করে চলেছে। ফলে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও ধরনের অঘটন না ঘটে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে পুলিশ প্রশাসন।

শালচাপড়া খণ্ড উন্নয়ন (ডেভেলপমেন্ট ব্লক) কার্যালয়ের অধীন বুড়িবাইল জিপি। বুড়িবাইল প্রথম খণ্ডের একই স্থানে একাধিকবার বিভিন্ন স্কিম ধরে সরকারি অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার জ্বলন্ত উদাহরণ প্রকট হচ্ছে ওই জিপিতে। উন্নয়নমূলক কাজকর্মের বারোটা বাজিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থে ব্যস্ত রয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মীরা। স্পষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করে ৮ জুলাই আদালতে মামলা দায়ের করেছেন বুড়িবাইলের সমাজসেবী নইম উদ্দিন লস্কর। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে মোট ছয় জনকে অভিযুক্ত করেছেন মামলায়।

ক্রিমিনাল প্রসিজিওর কোডের ১৪৫, ১৪৬(১) ধারায় রুজুকৃত পিটিশনের বয়ানানুযায়ী চতুর্দশ ফাইনান্স কমিশনের অধীনে বুড়িবাইল প্রথম খণ্ডের নইম উদ্দিন লস্করের বাড়ির পার্শ্ববর্তী ইরিগেশন রোডের উপর আরসিসি কালভার্ট নির্মাণের লক্ষ্যে একটি স্কিম ধরা হয়েছে। আরসিসি কালভার্ট নির্মাণের জন্য এলাকার জনগণকে অন্ধকারে নিয়ম লঙ্ঘন করে চুপিসারে নির্মাণ কমিটি গঠন করা হয়েছে।নইম উদ্দিন লস্কর পিটিশনে আরও উল্লেখ করেছেন, সম্পূর্ণ ভুয়ো কমিটিতে একই পরিবারের তিন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, একইস্থানে তার আগে আরও ২/৩ বার স্কিম ধরা হয়েছে। এভাবে সরকারি অর্থ হাপিস করতে একাধিকবার অযৌক্তিকভাবে স্কিম ধরা হয় বুড়িবাইল জিপিতে। যাত্রাপুর পরগনার বুড়িবাইল প্রথম খণ্ড মৌজার ৫৬ নম্বর পাট্টার ৬০, ৬১ এবং ৬২ নম্বর দাগে মোট দশ কাঠা জমি রয়েছে নইম উদ্দিন লস্করের। তাই কালভার্ট নির্মাণের নামে তার এই দশ কাঠা জমি বেদখলের প্রচেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

এছাড়া, এলাকার তৈয়বুর রহমান বড়ভুইয়াঁ, রোশন উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ এবং মইবুর রহমান বড়ভুইয়াঁরা একই পরিবারের লোক। রহস্যজনকভাবে তিনজনের নাম রয়েছে নির্মাণ কমিটিতে। কালভার্ট নির্মাণের কাজে নয়ছয় করতেই তড়িঘড়ি কাজ সেরে নেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন এঁরা। আরসিসি ঢালাইয়ের বদলে ইটের গাঁথনি দিয়ে কাজ সেরে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন নইম উদ্দিন লস্কর।

মামলায় মোট ছয়জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এঁরা হলেন তৈয়বুর রহমান বড়ভুইয়াঁ, রোশন উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ, মইবুর রহমান বড়ভুইয়াঁ, জিপি সভাপতি, সচিব এবং শালচাপড়ার বিডিও। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মামলার সরেজমিনে তদন্ত করে রিপোর্ট দাখিল করতে বড়খলা থানার ওসিকে নির্দেশ দিয়েছেন। আদালতের নির্দেশে বড়খলা পুলিশ নড়েচড়ে বসেছে। বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনিবার, তিনদিন সরেজমিনে তদন্ত করে সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কাজ আপাতত বন্ধ রাখার ফরমান জারি করেছে বড়খলা পুলিশ।

জিপি সভাপতি মিণ্টু দাস, জিপি সচিব ওয়াহিদুজ্জমান লস্কর এবং বিডিও দেবজ্যোতি গগৈয়ের ভূমিকা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন নইম উদ্দিন লস্কর। তিনি বুড়িবাইল জিপিতে বিগতদিনে গ্রামোন্নয়নের নামে সংগঠিত পুকুরচুরির বিষয়ে আদালতে আলাদাভাবে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন।

করিমগঞ্জে কয়লা কেলেঙ্কারি, বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দুকে ঠুকেছেন জেলা কং সভাপতি সতু

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জে কয়লা কেলেঙ্কারি নিয়ে রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সরগরম হয়ে উঠেছে। চলছে শাসক-বিরোধী উভয় দলের মধ্যে কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ি। সেই সঙ্গে সমানতালে চলছে একে অন্যের প্রতি আরোপ প্রত্যারোপের লড়াই। কালো হীরার সিন্ডিকেটকে কেন্দ্র করে সমগ্র বরাক উপত্যকায় যখন তোলপাড় শুরু হয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে 'কয়লা কেলেঙ্কারির সঙ্গে কংগ্রেসিরা আপাদমস্তক নিমজ্জিত' পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের এই মন্তব্য যেন আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করেছে। কৃষ্ণেন্দুর এমন 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায় এক বিবৃতি দিয়েছেন।

পাল্টা বিবৃতিতে জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায় বলেন, নিজেদের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া বিজেপি নেতাদের জন্মগত অভ্যাস। কোনও দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ্যে এলেই কংগ্রেস দল বা দলীয় নেতাদের অতীত নিয়ে টানাটানি করাও বিজেপির স্বভাবসিদ্ধ পরিচয়। বিজেপি নেতা বিধায়করা যখনই কোনও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন, তখনই সব দুর্নীতির দায় অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হওয়ার হাস্যকর অপচেষ্টা তাঁদের স্বভাবে পরিণত হয়ে পড়েছে। সতুবাবু বিবৃতিতে বলেন, কয়লা কেলেঙ্কারি নিয়ে এই জেলায় শাসক দলের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের নাম জড়িয়ে কোনও কংগ্রেস নেতা একটি কথাও বলেননি। করিমগঞ্জ এবং শিলচরের দলীয় নেতারাই কয়লা কেলেঙ্কারি নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে বিবৃতি দিয়ে আকারে ইঙ্গিতে কৃষ্ণেন্দু পালকেই টার্গেট করছেন। এমনকি শাসক দলের উপত্যকার একাংশ নেতা স্পষ্ট করে সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলছেন, বরাক বিজেপির অনেক নেতাই কয়লা কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত। এখানে কংগ্রেসের কী দোষ?

জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায় বিবৃতির মাধ্যমে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দুকে কটাক্ষ করে বলেন, কংগ্রেসি বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ যখন বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির স্বার্থে বিধানসভায় লড়াই করেন, তখন শাসক দলের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দুবাবু বেঞ্চের পিছনে মুখ লুকোনোর জায়গা খুঁজতে ব্যস্ত থাকেন। এ সব কথা তো বরাকবাসীর অজানা নয়!

'কমলাক্ষ অসাধু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মেলামেশা করেন' কৃষ্ণেন্দুর এমন মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সতুবাবু পাল্টা বিবৃতিতে, তিনি কি সর্বদা সাধু, সন্ত ও মহাপুরুষদের সঙ্গে চলাফেরা করেন? এতে 'কেঁচু খুঁড়তে কেউটে বেড়িয়ে আসার' সম্ভাবনা রয়েছে বলে কৃষ্ণেন্দুকে হুঁশিয়ার করে দেন সতু রায়।

মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল বরাকে সংগঠিত কয়লা কেলেঙ্কারির তদন্ত সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছেন। তদন্তের প্রাথমিক প্রক্রিয়াও ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। কৃষ্ণেন্দুকে কটাক্ষ করে সতুবাবু বলেন, রাজনৈতিক প্রভাবের উপরে উঠে, কয়লা কেলেঙ্কারির যদি নিরপেক্ষ তদন্ত হয়, তা হলে এর সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের বিষ দাঁত ও বিকট চেহারা জনসমক্ষে বেড়িয়ে আসবে।

জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায় বিবৃতিতে আরও বলেন, কংগ্রেস দোষ করেছে তাই দেশবাসী ও রাজ্যবাসী প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু কৃষ্ণেন্দু পালের দল তো ক্ষমতায় এসেছে স্বচ্ছতার নামাবলি গায়ে জড়িয়ে। এই স্বচ্ছতার নগ্ন রূপ প্রকাশ পাওয়ার এখনও অনেক কিছু বাকি আছে। কয়লা তো নিমিত্তমাত্র। বলেন, বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকে লুণ্ঠন ও স্বেচ্ছাচারিতায় চারিদিক ছেয়ে গেছে। রাজ্যবাসী তিতিবিরক্ত। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের লড়াইয়ে স্বচ্ছতার মুখোশধারী বিজেপির প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পাবে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়।

করোনার চিকিৎসায় সোরিয়াসিস ইনজেকশন ব্যবহারের অনুমতি দিল ভারতের ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি. স.) : এবার চিকিৎসকদের পরামর্শ মতো অতি সঙ্কটজনক করোনা রোগীদের সোরিয়াসিস ইনজেকশন ব্যবহারের ব্যবহারের অনুমতি দিল ভারতের ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। তীব্র শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভোগা করোনা রোগীদের চিকিৎসায় 'জরুরি অবস্থায় এই ওষুধের পরিমিত ব্যবহার' করা যেতে পারে বলে জানিয়েছে ড্রাগ কন্টোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া। করোনা চিকিৎসায় কিছু ওষুধের পরীক্ষামূলক ব্যবহারের কথা বিবেচনা করে ভারতের ড্রাগস কন্টোলার জেনারেল ডঃ ভিজি সোমানি ইটোলিজুমাব ব্যবহারে সায় দিয়েছেন। বায়োকন সংস্থার অনুমোদিত ওই ড্রাগটি প্রবল শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভোগা করোনা রোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহার করা যেতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি। একজন চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, 'কোভিড-১৯ রোগীর উপর এটির পরীক্ষামূলক ব্যবহারে সাফল্য মেলার পরেই এই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সাইটোকিন রিলিজ সিন্ড্রোমের চিকিৎসার জন্য এই ওষুধের ব্যবহার সন্তোজনক ফল দিয়েছে বলে জানিয়েছে এইমসের পালমনোলোজিস্ট, ফার্মাকোলজিস্ট এবং চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি।' 'গত কয়েক বছর ধরে সোরিয়াসিসের চিকিৎসার জন্য বায়োকনের তৈরি এই ওষুধটি ব্যবহার করা হচ্ছে', জানান তিনি। তবে এই ওষুধটি প্রয়োগের আগে চিকিৎসকদের বা চিকিৎসা সংস্থাকে প্রতিটি রোগীর থেকে লিখিত সম্মতি নিতে হবে বলেও জানা গেছে।

রেমডেসিভির কালোবাজারি বরদাস্ত করা হবে না, দাবি অনিল দেশমুখের

মুম্বই, ১১ জুলাই (হি. স.): করোনা সংকটকালে রেমডেসিভির ইনজেকশনের কালোবাজারি হলে তা কঠোরভাবে দমন করা হবে।শনিবার এই কথাই জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ।

সাধারণ নাগরিকদের উদ্দেশ্য করে অনিল দেশমুখ আহ্বান করেছেন যে চিকিৎসকদের দিশা নির্দেশ ছাড়া এই ইঞ্জেকশন যেন কেউ না কেনে।বেশি দামে অযথা এই ইনজেকশন না কেনার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।রাজ্য সরকারের কাছে এই ইঞ্জেকশন রয়েছে এবং শীঘ্রই সর্বত্র তা সরবরাহ করা হবে। ইতিমধ্যেই কালোবাজারির অভিযোগ মীরা রোড থেকে দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মীরা রোডের বর্ষীয়ান পুলিশ আধিকারিক সন্দীপ কদম জানিয়েছেন, সোনু উদাসী এবং রড্রিগ্যাস রাহুলের কাছ থেকে কুড়ি হাজার টাকার মূল্যের রেম ডেসিভি ইঞ্জেকশন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের বর্তমানে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। ভুয়া ক্রেতা সেজে এরা নিজেরা দোকানে গিয়ে ওষুধ কিনতে যায়।এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সঙ্গে ওষুধ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের আধিকারিকদের আলোচনা হয়।উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং।

দিব্যাঙ্গদের সহায়তার উদ্যোগ সর্বধর্ম সমন্বয় সভার

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ জুলাই (হি.স.) : অসহায় ও অভুক্তদের চিহ্নিত করে অত্যাবশ্যক ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অভিযানের যাত্রারম্ভ হয়েছিল লকডাউনের শুরু থেকে। বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচি আজও অব্যাহত রেখেছে বরাক উপত্যকা সর্বধর্ম সমন্বয় সভার কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ। ত্রাণ বিতরণের পাশাপাশি বস্ত্র বিতরণ প্রক্রিয়াও অব্যাহত রেখেছে সংগঠন। প্রতি সপ্তাহে একশোজন অসহায়কে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয় সংগঠনের করিমগঞ্জ মাইজডিহি পয়েন্টে অবস্থিত কার্যালয়ে। করিমগঞ্জ শহরের হরিজন কলোনি, বটোরশি, লঙ্গাই, ধরকোণা, ফকিরাবাজার, কানাইবাজার, আসিমগঞ্জ, পাথারকান্দি, পাঁচগ্রাম ইত্যাদি এলাকার নির্ধারিত অসহায়দের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে। এবার দিব্যাঙ্গদের সহায়তার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে সর্বধর্ম সমন্বয় সভা। সংগঠনের কর্মকর্তারা শহরের রাস্তায় খোঁজে-খোঁজে দিব্যাঙ্গদের হাতে খাদ্য সামগ্রী এবং বস্ত্র তুলে দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর মন-কি বাতের হাজি আহমদ আলির উপস্থিতিতে করিমগঞ্জ সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে এই কর্মসূচির শুভারম্ভ হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এইচএম আমির হুসেন, শিক্ষাবিদ আব্দুল বাসিত, যুগ্ম সম্পাদিকা মমতা হরিজন সহ অন্যান্যরা।

কাটিগড়া চৌরঙ্গি বাজারের ব্যবসায়ী ও কর্মচারীদের সোয়াব সংগ্রহ

কাটিগড়া (অসম), ১১ জুলাই (হি.স.) : আসাম টার্গেটেড সার্ভেইলেন্স প্রোগ্রাম (এটিএসপি)-এর অধীন করোনা সংক্রমণ রোধে কাছাড় জেলার কাটিগড়া বিধানসভা ক্ষেত্রের কাটিগড়া চৌরঙ্গি বাজারের ব্যবসায়ী ও কর্মচারীদের সোয়াব টেস্টের জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। শনিবার কাটিগড়া মডেল হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মী দীপক সাহা ও সুলতানা পারভিন খান চৌরঙ্গির গোস্বামী স্টোরস ত্রিনয়নী মেডিক্যাল হল, সন্দীপ দেবের ফার্মাসি, মিষ্টি দোকান, সেলুনের মালিক ও কর্মচারী সহ মোট ৩১ জনের নমুনা সংগ্রহ করেছেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, শুক্রবার পর্যন্ত চৌরঙ্গিতে অবস্থিত এসএসবি শিবির থেকে ধাপে ধাপে মোট ৩৫ জনের শরীরে কোভিড ১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। এদের অনেকেই চৌরঙ্গি বাজারে কর্তব্যরত ছিলেন। তাছাড়া এই এলাকার দোকান, হাটবাজার থেকে কেনাকাটা করেছেন তাঁরা। তাই ব্যবসায়ী মহলে সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে তাঁদের আজ সোয়াব সংগ্রহ করা হয়।

এদিন কাটিগড়ার আরও পাঁচ সাংবাদিকের সোয়াব টেস্টের জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান সুলতানা পারভিন খান জানান, পরবর্তী নির্দেশ আসার পর সোয়াব টেস্টের জন্য হয়তো এলাকার অন্যদেরও লালারস সংগ্রহ করা হবে।

পূর্ণিয়ায় একটি রাস্তার নামকরণ হল সুশান্ত সিং রাজপুত চক

মুম্বাই, ১১ জুলাই (হি. স.) : বিহারের পূর্ণিয়ায় প্রিয় অভিনেতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি রাস্তার নামকরণ হল সুশান্ত সিং রাজপুত চক নামে। শনিবার শহরের মেয়র সবিতা সিং দু'টি রাস্তার নাম সুশান্ত সিং রাজপুতের নামে করলেন। শহরে একটি ফোর্ড কোম্পানির গাড়ির কারখানা আছে। সেই কারখানা যাওয়ার পথকেই সুশান্ত সিং রাজপুত চক করা হল।

বিহারে মধুবনি চক থেকে মাতা চক যাওয়ার রাস্তার নামকরণ করা হয় সুশান্ত সিং রাজপুত পথ। সেই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে বিশাল জনসমাবেশ দেখা গিয়েছে। গোটা অনুষ্ঠান ক্যামেরাবন্দী করতে দেখা গিয়েছে অভিনেতার অনুরাগীদের। ১৪ জুন আত্মহত্যা করেন সুশান্ত সিং রাজপুত। তারপর থেকে দেশব্যাপী হইচই ও নেট দুনিয়ায় নেপোটিজম-বিরোধী প্রচার। প্রসঙ্গত, ২০০৯ সালে বালাজি টেলিফিল্মসের পবিত্র রিস্তা ধারাবাহিক দিয়ে ছোট পর্দায় হাতেখড়ি সুশান্ত সিংয়ের। এরপর ২০১৩ সালে কাই পো চে ছবি দিয়ে বড়পর্দায় অভিষেক ঘটে সুশান্তের।

হাওড়া কেন্দ্রিক স্পেশ্যাল ট্রেনের নতুন সূচি

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবেদনের ভিত্তিতে শনিবার থেকে পালটে যাচ্ছে একাধিক 'স্পেশ্যাল ট্রেনের সূচি'। ভারতীয় রেলের তরফে একথা জানিয়ে হাওড়া থেকে ছেড়ে যাওয়া বা হাওড়ায় আসা সবকটি 'স্পেশ্যাল ট্রেনের নতুন সূচি ঘোষণা করা হয়েছে ।

একনজরে দেখে নিন নয়া সূচি -

১) ০২৩০৩ হাওড়া-নয়াদিল্লি স্পেশাল (ভায়া পাটনা) : প্রতি শনিবার হাওড়া থেকে ছাড়বে। প্রথম ছাড়বে আগামী ১১ জুলাই। আপাতত সপ্তাহে চার দিন হাওড়া থেকে ছাড়ে।

২) ০২৩০৪ নয়াদিল্লি-হাওড়া স্পেশাল (ভায়া পাটনা) : প্রতি রবিবার নয়াদিল্লি থেকে ছাড়বে। আগামী ১২ জুলাই থেকে কার্যকর হবে নয়া সূচি। আপাতত সপ্তাহে চার দিন নয়াদিল্লি থেকে ছাড়ে।

৩) ০২৩৮১ হাওড়া-নয়াদিল্লি স্পেশাল (ভায়া ধানবাদ) : প্রতি বৃহস্পতিবার হাওড়া থেকে ছাড়বে। প্রথম ছাড়বে আগামী ১৬ জুলাই। আপাতত সপ্তাহে তিন দিন হাওড়া থেকে ছাড়ে।

৪) ০২৩৮২ নয়াদিল্লি-হাওড়া স্পেশাল (ভায়া ধানবাদ) : আপাতত সপ্তাহে চিন দিন নয়াদিল্লি থেকে ছাড়ে। আগামী ১৭ জুলাই সেটি সাপ্তাহিক ট্রেন হবে। প্রতি শুক্রবার দিল্লি থেকে ছাড়বে।

৫) ০২৮১০ হাওড়া-মুম্বই ছত্রপতি শিবাজি মহারাজা টার্মিনাস স্পেশাল : আপাতত রোজ হাওড়া থেকে ছাড়ে। আগামী ১৫ জুলাই থেকে সপ্তাহে একদিন মিলবে। প্রতি বুধবার ট্রেনটি হাওড়া থেকে ছাড়বে।

৬) ০২৮০৯ মুম্বই ছত্রপতি শিবাজি মহারাজা টার্মিনাস স্পেশাল-হাওড়া : প্রতি শুক্রবার মুম্বই থেকে ছাড়বে। প্রথম ছাড়বে আগামী ১৭ জুলাই। আপাতত রোজ চলে।

৭) ০২৮৩৩ আমদাবাদ-হাওড়া স্পেশাল : প্রতি সপ্তাহে সোমবার আমদাবাদ থেকে ছাড়বে। প্রথম যাত্রা শুরু করবে আগামী ১৩ জুলাই। আপাতত ট্রেনটি রোজ আমদাবাদ থেকে ছাড়ছে।

এছাড়া ইতিমধ্যে শুক্রবার থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়া-আমদাবাদ স্পেশাল (০২৮৩৪) সাপ্তাহিক হিসেবে চলাচল শুরু করেছে। নয়া সূচি অনুযায়ী, হাওড়া থেকে প্রতি শুক্রবার আমদাবাদগামী ট্রেন মিলবে।

কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে করোনায় মৃত্যু অসম সন্তান কুলদা কলিতার

গুয়াহাটি, ১১ জুলাই (হি.স.) : সুদূর কেনিয়ার রাজধানী শহর নাইরোবিতে অতিমারি করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন অসমের সন্তান কুলদা কলিতা (৫৪)। গত ২৩ জুন তিনি অসুস্থ হয়েছিলেন। ২৫ জুন শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত কষ্ট অনুভব করলে তাঁকে সেখানকার হাসপাতালে ভরতি করা হয়। পরীক্ষার পর তাঁর শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়ে। পরে তাঁকে আইসিইউতে নিয়ে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হয়নি। ৯ জুলাই একটা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় স্ত্রী গীতু কলিতাকে ছেড়ে গেছেন কুলদা।

অত্যন্ত অমায়িক কষ্টসহিষ্ণু লোক ছিলেন কুলদা কলিতা। গুজরাট থেকে ইঞ্জিনিয়ারিঙে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে ১৯৯৩ সাল থেকে কর্মসূত্রে নাইরোবিতে ছিলেন তিনি। ১৯৯৮ সালে নিজের যোগ্যতায় অ্যাস্ট্রন কম্পিউটার লিমিটেড নামের কোম্পানি খুলে বহু যুবককে সংস্থাপন দিয়েছিলেন। তবে তিনি কোভিড আক্রান্ত হলেও তাঁর স্ত্রী এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কোভিড টেস্টের ফল নেগেটিভ এসেছে।

এদিকে করোনা পরিস্থিতিতে সমস্ত আন্তর্জাতিক উড়ান বন্ধ হওয়ার ফলে সেখানে তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবরা বেজায় ভাবনায় পড়েছেন।

দেশের ছটি রাজ্যে নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছে পঙ্গপালের হানা : কৃষিমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি. স.): পঙ্গপালের হানায় জেরবার দেশের কৃষকরা। এমন পরিস্থিতিতে খুশির খবর শোনালেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। শনিবার তিনি জানিয়েছেন দেশের ছটি রাজ্যে পঙ্গপালের হানা নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছে। এদিন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন, চলতি বছরের ১১ এপ্রিল পঙ্গপালের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করা হয়। ৯ জুলাই পর্যন্ত রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানায় ১৫১২৬৯ হেক্টর জমিতে পঙ্গপালের প্রকোপ নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছে। রাজ্য সরকারও পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণ অভিযান শুরু করে দিয়েছে। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ছত্রিশগড়, হরিয়ানা, বিহারের সরকার ৯ জুলাই ৯ জুলাই পর্যন্ত ১৩২৬৬০ হেক্টর জমিতে পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণ করেছে।

শনিবার কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে ৯ জুলাই পর্যন্ত রাজস্থানের কৃষি বিভাগ বারমের, জয়সালমের, যোধপুর, যোধপুর করৌলি জেলায় পঙ্গপালের হানা রোধ করতে সক্ষম হয়েছে। গুজরাটের ভুজ এবং উত্তর প্রদেশের এটাওয়াহতে বর্তমানে পঙ্গপালের দমন চলছে।

অনুপ্রেরণামূলক দলগত উদ্যোগের কথা 'মন কি বাত'-এ শেয়ার করার আবেদন জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.) : অনুপ্রেরণামূলক দলগত প্রচেষ্টার ঘটনা, যা অন্যদের জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনে দিয়েছে এমন ঘটনা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিন। শনিবার দেশবাসীর উদ্দেশে টুইটারে এই আবেদন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লেখেন, আগামী ২৬ জুলাই-এর 'মন কি বাত'-এর জন্য দয়া করে সেগুলি শেয়ার করুন।'

এদিন টুইটারে তিনি লেখেন, 'দলগত প্রচেষ্টা কী ভাবে অন্যের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে সদর্থক পরিবর্তন আনতে পারে, এমন ঘটনা যে আপনাদের জীবনে ঘটেছে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আপনাদের নিশ্চয় জানা রয়েছে এমন কিছু উদ্যোগের কথা, যা অনেক জীবনকে বদলে দিয়েছে। আগামী ২৬ জুলাই-এর 'মন কি বাত'-এর জন্য দয়া করে সেগুলি শেয়ার করুন।'

নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে সেই সমস্ত অভিজ্ঞতার বর্ণনা সমৃদ্ধ ভিডিয়ো পোস্ট করার নম্বরও এ দিন দিয়েছেন মোদী।

উত্তরপ্রদেশে করোনায় নতুন করে আক্রান্ত ১৪০০ বেশি

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি. স.): পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও উত্তরপ্রদেশে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতের বৃহত্তম এই রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ১৪০৩। শনিবার বিকেলে এই তথ্য দিয়েছেন রাজ্যের প্রিন্সিপাল স্বাস্থ্যসচিব অমিত মোহন প্রসাদ। উল্লেখ করা যেতে পারে, উত্তরপ্রদেশে এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ১১৪৯০।

সুস্থ হয়ে উঠেছে ২২৬৮৯। মৃত্যু হয়েছে ৯১৩।

প্রসঙ্গত করোনা মোকাবিলায় শুক্রবার রাত দশটা থেকে তিন দিনের জন্য উত্তরপ্রদেশ জুড়ে লকডাউন ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।সোমবার ভোর পাঁচটায় এই লকডাউন শেষ হবে। ট্রেন এবং বিমান পরিষেবা চালু থাকলেও সড়ক পরিবহন বন্ধ থাকবে।

অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা বাদ দিয়ে সমস্ত দোকান বন্ধ থাকবে। কিন্তু যেসব জায়গায় নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলছে সেগুলো যথারীতি চলবে।

শনিবার আড়ালিয়ায় ঘোষিত কনন্টেমেন্ট জোনে পহরারত পুলিশ কর্মীরা। ছবি- নিজস্ব।

মেডিক্যালে অসুস্থ যুবকের মৃত্যু ঘিয়ে প্রশ্ন ও বিতর্ক

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি. স.): উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর মহকুমার ইচ্ছাপুর এলাকার এক ১৮ বছরের যুবকের কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মৃতুর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বার বার খোদ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন করোনা উপসর্গ নিয়ে আসা কোনও রোগীকে যেন রাজ্যের কোনও সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতাল যেন ফেরত না পাঠিয়ে দেয়।

মহিলাদের

● প্রথম পাতার পর

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার জন্য শারীরিক পরীক্ষা নেবে বহিঃরাজ্যের সংস্থা। তেমনি লিখিত পরীক্ষা নেবে সিবিএসই। তিনি বলেন, শারীরিক পরীক্ষায় ৩০, লিখিত পরীক্ষায় ৬০ এবং ইন্টারভিউয়ের জন্য ১০ নম্বর রয়েছে।

৩২ জন

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ট্যুইট করে একথা জানান। তিনি বলেন, এদিন ১৮০৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৩২ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। আক্রান্ত ৩২ জনের মধ্যে আট জেলার লোকই রয়েছে। তার মধ্যে পশ্চিম জেলায় ১২, সিপাহীজলায় ৫, গোমতী ৫, উত্তর ত্রিপুরা ৪, খোয়াই ২, ঊনকোটি ২ এবং ধলাই ও দক্ষিণ জেলার ১ জন করে।

বৃদ্ধি

● প্রথম পাতার পর

ওই তিনটি জেলা বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেরা। ফলে সরকারি বিধিনিষেধ কঠোর ভাবে পালনের নির্দেশিকা জারি করেছে ত্রিপুরা সরকার। মুখ্যসচিবের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ত্রিপুরার বাংলাদেশ সীমান্তে ২ কিমি এলাকায় নৈশ কার্ফিউ সন্ধ্যা ৭-টা থেকে সকাল ৭-টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। বাকি এলাকায় সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক রাত ৯-টা থেকে সকাল ৫-টা পর্যন্ত নৈশ কার্ফিউয়ের বিজ্ঞপ্তি নতুন করে জারি করবেন। এছাড়া অন্য সমস্ত নিয়ম একইভাবে পালন করতে হবে।

একজন

● প্রথম পাতার পর

গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। তাদেরকে মোহনপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পথ দুর্ঘটনায় আহত পুলিশ কর্মীকে শেষ রক্ষা গেল না। টানা পাঁচ দিন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে হার মেনেছে পুলিশ কর্মী প্রদীপ দাস। গত সোমবার বাইক নিয়ে বিশালগড় গকুনগর থেকে উদয়পুর যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিল পুলিশকর্মী প্রদীপ দাস। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে হাঁপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ টিচিং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় সেখান থেকে তাকে আইএলএস হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে আইএলএস হাসপাতালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে প্রদীপ দাস। তার মৃত্যুতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিকাশ দুবের সকল সম্পত্তি খতিয়ান নিতে শুরু করল ইডি

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি. স.): পুলিশ এনকাউন্টারে নিহত বিকাশ দুবের বিরুদ্ধে আর্থিক জালিয়াতির তদন্ত শুরু করেছে এনফর্সমেন্ট ডিরেক্টর (ইডি)। এই তদন্তের জন্য কানপুর পুলিশের তরফ থেকে চেয়ে পাঠানো হয়েছে ইডির তরফে।সূত্র মারফত জানা গিয়েছে বিগত তিন বছরে বিকাশ দুবে ১৫ টি দেশে ভ্রমণ করেছেন। সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং থাইল্যান্ডে তার পেন্টহাউসও রয়েছে। খাস লখনউ শহরে ২০ কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে বিকাশ দুবের। বিকাশ দুবের অনুগামী ও তার পরিবারের সদস্যদের অপরাধের তালিকা চেয়ে পাঠানো হয়েছে পুলিশের কাছ থেকে। তিন দিন আগে বুধবার ইডির একটি দল কানপুর পুলিশের তরফ থেকে বিকাশ দুবে সংক্রান্ত রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছিল। এই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে আগামী দিনে আর্থিক জালিয়াতির মামলা দায়ের করতে পারে ইডি।তদন্তকারী সংস্থার নজরে এখন বিকাশ দুবের অবৈধ সম্পত্তি। যা অবৈধভাবে উপার্জন করে গড়ে তোলা হয়েছে। অনুজ দুবার নিকটতম সহযোগী, আত্মীয় ও পরিবারের সদস্যদের ওপর নজর রাখছে ইডি।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনা আক্রান্ত অমিতভা বচ্চন ও অভিষেক বচ্চন

মুম্বাই, ১১ জুলাই।। বি টাউনে আগেই হানা দিয়েছিল কোভিড ১৯। এ বার করোনায় আক্রান্ত হলেন স্বয়ং অমিতাভ বচ্চন। তিনি নিজেই এ কথা টুইট করে জানিয়েছেন। নানাবতী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে শাহেনশা-কে।

টুইটারে অমিতাভ লিখেছেন, "পরীক্ষায় আমার করোনা পজিটিভ এসেছে। হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানাচ্ছে। পরিবার এবং কর্মীদেরও করোনা পরীক্ষা হচ্ছে। ফলের অপেক্ষায় রয়েছি। যাঁরা গত ১০ দিনে আমার কাছাকাছি এসেছেন তাঁদের পরীক্ষা করানোর জন্য অনুরোধ করছি।"

শুধু অমিতাভই নন, করোনায় আক্রান্ত হলেন অভিষেক বচ্চনও। শনিবার রাতে টুইট করে নিজেই এ কথা জানান অভিষেক। তিনি লেখেন, 'আজ সকালে আমার এবং বাবার কোভিড টেস্ট হয়। আমাদের মৃদু উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। রিপোর্টে আমাদের করোনা পজিটিভ এসেছে'।

বচ্চন পরিবারের বাকি সদস্যদেরও করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অভিষেক।

লুট

● প্রথম পাতার পর

বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের বিকাশ দাস ও পাশের বাড়ির অমিতা দাসের ঘরে রাতের আধারে চোরের দল হানা দেয়। ঘরের দরজার ছিটকিরী ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে। বিকাশ দাসের ঘর থেকে নগদ ১০ হাজার টাকা,দামী অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন নিয়ে যায়। তারপর বিকাশ দাসের পাশের বাড়ি অমিতা দাসের শোবার ঘরে চোরের দল ঢুকে একটি মোবাইল ফোন, রুপার কিছু অলংকার, নগদ সামান্য কিছু অর্থ সহ জ্বর পরিমাপের থার্মোমিটার নিয়ে যায়। ওই বাড়িতেও একিভাবে ঘরের দরজার ছিটকিরী ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে চোরের দল এই সাফাই অভিযান চালায়। একই রাতে পাশের গ্রামের পশ্চিমী ইছাই লালছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মানিক দাসের ঘরের দরজার লক ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে। ঘর থেকে নগদ ৭ হাজার টাকা একটি এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন সহ সোনার নাকের একটি অলংকার নিয়ে যায়। যদিও এর পূর্বে ঐ সকল এলাকায় কোনদিন চুরি কার্য সংঘটিত হয়নি। সুতরাং প্রথমবারের মতো বকবকি ও টুলগাও এলাকায় চুরি কার্য সংগঠিত হওয়াতে জনমনে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় কদমতলা থানায় একই রাতে পরপর তিন বাড়িতে এরকম দুঃসাহসিক চুরি কান্ড সংগঠিত হওয়ার অভিযোগ জানালেও পুলিশ প্রশাসন যে ঠুঁটো জগন্নাথ এর ভূমিকা পালন করছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যেসকল বাড়িতে চুরি কান্ড সংঘটিত হয়েছে তাদের বক্তব্য, উনাদের পূর্বপুরুষের আমল থেকে ঐ সকল এলাকায় কোনদিন চুরির ঘটনা ঘটেনি। গতকাল রাত্রিবেলা পরপর তিন বাড়িতে চোরের দলের দুঃসাহসিক চুরি সংঘটিত হওয়ার পর উনাদের মনে তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। উনাদের বক্তব্য একদিকে গুটা দেশব্যাপী চলছে করোনা ভাইরাসের মহামারী।তাই রুজি রোজগারের ভাটার টান। নুন আনতে পান্তা ফুরাচ্ছে গৃহস্থের। অপরদিকে রাতের আধারে গৃহস্থের ঘরে নিশিকুটুম্বদের সাফাই অভিযান। তাই স্থানীয় জনগণ বকবকি,টুলগাও,পশ্চিমী ইছাই লালছড়া এলাকায় কদমতলা থানার রাতের টহলদারির দাবি তুলছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, আজ পর্যন্ত ঐ সকল এলাকায় রাতের বেলা কদমতলা থানার টহলদারির গাড়ি বা বিট পেট্রলিং এর বাইকের টহলদারি দেখা যায়নি। যদি রাতের বেলায় ঐসকল এলাকায় কদমতলা থানার টহলদারি থাকতো তাহলে হয়তো একই রাতে তিন তিনটি বাড়িতে চোরের দলের দুঃসাহসিক চুরি কান্ড সংঘটিত হতো না। অপরদিকে আরও জানা যায় যে,একি রাতে যে তিনটি বাড়িতে চোরের দল চুরি কান্ড সংঘটিত করেছে ঐসকল বাড়ির লোক কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছেন যে, ২ টি মাঝবয়সী লোক কালো রঙের ড্রেস ও পাগড়ি লাগিয়ে লালছড়া বকাবকি সড়কের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তাই স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান ওই দুই ব্যক্তিই একই রাতে পরপর তিনটি বাড়িতে চুরি কান্ড সংঘটিত করেছে। এখন দেখার বিষয় কদমতলা থানার পুলিশ ওই চুরি কান্ডের সাথে জড়িত কুখ্যাত চোরদের পাকড়াও করতে কতটুক তৎপর হয় এবং ঐ সকল এলাকায় রাতের টহলদারি চালু করে কি না?

জাইকা

● প্রথম পাতার পর

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে জানিয়েছেন, ওই করোনা আক্রান্ত গাড়ির চালকের সংস্পর্শে জারা এসেছেন তাদেরকে গৃহে একান্তবাসে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে ১৯ জন জাইকা প্রকল্পে কর্মরতদের তালিকা তুলে দিয়ে তাদের কোভিড-১৯ পরীক্ষার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

এদিকে, গান্ধীগ্রাম হাতিপাড়াস্থিত প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটটি আগামী সোমবারের আগে সেনিটাইজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে নির্দেশ দিয়েছেন প্রকল্প অধিকর্তা। তবে, স্থানীয় জনগণ ওই ইউনিটটি করোনা ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার দাবি তুলেছেন। স্থানীয়দের আরও দাবি, ওই ইউনিটে কর্মরত সকলের নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে করোনা সংক্রমণ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট বন্ধ রাখা হোক।

উত্তরপাড়ায় বাড়িতেই মৃত্যু হল করোনা পজিটিভ প্রৌঢ়ার, নির্বিকার প্রশাসন

হুগলি, ১১ জুলাই(হি. স.): উত্তরপাড়ার সুকান্ত সরনী ভদ্রকালী এক প্রৌঢ়া গত কয়েকদিন ধরে পেট খারাপ নিয়ে ভুগছিলেন। গত শনিবার দিন তাকে উত্তর পাড়ার একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। সেখানে এক্সরে করতে বলা হয় বাড়ির লোকজনদের। ভর্তি নেওয়া হয়নি নার্সিংহোমে বলে অভিযোগ। শুক্রবার থেকে কলকাতা সহ জেলার বেশীরভাগ হাসপাতালে ঘুরলেও কোথাও ভর্তি নেওয়া হয়নি তাঁকে। অবশেষে শুক্করবার কলকাতার মেডিকাতে তার করোনা টেষ্ট হয়। তারপর থেকে তাকে বাড়িতেই রাখা হয়। শনিবার সকালে তার করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে। উতরপাড়া পুরসভা, থানা থেকে স্থানীয় ডাক্তার সকলকেই বিষয়টি জানান তার বাড়ির লোকজন। বিকাল তিনটে নাগাদ মারা জান ভদ্রমহিলা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁর দেহ পড়ে রয়েছে বাড়ীতে। কোনও মহল থেকে সাহায্য পাচ্ছেন না বাড়ির লোক। মৃত শাশুড়ি মাকে নিয়ে সেই ভিডিও তুলে পাঠালেন জামাই। এদিকে এই ভিডিও দেখা যেতেই অবশেষে নরে চরে বসে প্রশাসন। উত্তরপাড়া থানা থেকে পুলিশ আসে সেখানে। অবশেষে মৃত দেহটিকে নিয়ে যায় উত্তপাড়া হাসপাতাল।

লঙ্ঘনে মিলছে শাস্তি

আটের পাতার পর

চালকের পরিচয়পত্র যাচাই করেন পুলিশ কর্মীরা। কঠোর লকডাউনের কারণে শনিবার সকালে প্রয়াগরাজের রাস্তা সম্পূর্ণ জনশূন্য ছিল। কিছু কিছু এলাকা ব্যারিকেড করে ঘিরে রাখে পুলিশ।

আক্রান্তের সংখ্যা ৩১২

তিনের পাতার পর

আজ রেকর্ড করেছে। তাতে, রাজ্যে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৩১২-য় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৪৫ জন সুস্থ হয়েছেন। ২১৫ জন করোনা সংক্রমিত সক্রিয় রয়েছেন। মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা এক টুইট বার্তায় করোনা আক্রান্তের তথ্য দিয়েছেন।

মেঘালয়ে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত ১৫ এপ্রিল ডা. জন এল সাইলো করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এর পর গত ২ জুলাই ৮ মাসের এক বাচ্চার করোনা সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে। অরুণাচল প্রদেশ থেকে ওই শিশুকে নেইগ্রিমস-এ চিকিৎসার জন্য এনে ভরতি করা হয়েছিল। কিন্তু করোনা-র প্রকোপে তার মৃত্যু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, করোনা-র গ্রাফ ঊর্ধমুখী হওয়ায় মেঘালয় সরকার ভীষণ চিন্তায় পড়েছেন। ফলে করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা নতুন করে চিহ্নিত করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে সরকার।

ব্যারাকের ছাদ থেকে ঝাঁপ পুলিশকর্মীর

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি. স.) : ব্যারাকের তিনতলার ছাদ থেকে ঝাঁপ মেরে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন কলকাতা পুলিশের এক কনস্টেবল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনি আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতা পুলিশের পাতিপুকুর ব্যারাকে।

পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ ব্যারাকের অন্য পুলিশকর্মীরা হঠাৎ ভারী কিছু নীচে পড়ে যাওয়ার আওয়াজ পান। তার পরেই খুঁজতে গিয়ে তাঁদের চোখে পড়ে, তিনতলা ব্যারাকের ভিতর দিকে সিমেন্টে বাঁধানো মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন এক পুলিশকর্মী। তিনি ওই ব্যারাকেই থাকতেন। সহকর্মীরাই তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

অপূর্ব মণ্ডল নামে ওই কর্মী আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। ৩৮ বছর বয়সী অপূর্ব কলকাতা পুলিশের রিজার্ভ ফোর্সে কর্মরত। প্রাথমিক তদন্তের পর কলকাতা পুলিশের একটি সূত্র এ খবর জানিয়ে বলেছে, আদতে তিনি উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের বাসিন্দা। তদন্ত শুরু করে লেকটাউন থানার পুলিশের অনুমান, ব্যারাকের ছাদ থেকে ঝাঁপ দেন অপূর্ব। তিনি বর্তমানে রাজভবনে মোতায়েন কলকাতা পুলিশের বাহিনীর সদস্য ছিলেন।

ঠিক কী কারণে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক ভাবে তাঁর সহকর্মীরা তদন্তকারীদের জানিয়েছেন, কয়েক সপ্তাহ ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন অপূর্ব। তবে সেই মানসিক অবসাদের কারণ এখনও জানতে পারেনি পুলিশ। তাঁরা ওই পুলিশকর্মীর বাড়ির লোকজনের সঙ্গেও যোগাযোগ করছেন। অবসাদের পিছনে ব্যক্তিগত কোনও সমস্যা রয়েছে, না কি কর্মক্ষেত্রের কোনও সমস্যা তা তাঁরা জানার চেষ্টা করছেন।

স্যানেটাইজ করাকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও তৃণমূলের সংঘর্ষে উত্তেজনা ভদ্রেশ্বরে

হুগলি, ১১ জুলাই (হি.স.) : স্যানেটাইজ করাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল হুগলির ভদ্রেশ্বরে। জড়িয়ে পড়ল তৃণমূল বিজেপি। এক তৃণমূল কর্মী আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ভদ্রেশ্বর চৌমাথায় এক ব্যক্তির করোনা সংক্রমন দেখা দিয়েছিল। সেই কারনে পৌরপ্রশাসক প্রলয় চক্রবর্তী আক্রান্তের বাড়ি ও এলাকায় স্যানেটাইজ করতে গাড়ি পাঠিয়েছিলেন। হঠাৎ কিছুক্ষণ পর ওই সেনেটাইজ মেশিন খারাপ হয়ে যায়। এরপরই পৌরপ্রশাসকের বিরুদ্ধে আজে বাজে মন্তব্য করতে থাকে মুষ্টিমেয় কয়েক জন। উত্তেজনা বাড়তে থাকে চলতে তাকে হাতাহাতি। এই ঘটনায় এক যুবক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে এই ঘটনা দেখে দাড়িয়ে পড়ে প্রলয় বাবু। বিজেপির অভিযোগ এলাকার একটি মেয়েকে মারধোর করা হয় পৌরপ্রসাশকের সামনে। এ ব্যাপারে বিজেপির প্রাক্তন কাউন্সিলর বন্দনা গাংগুলি জানান তারা এর বিচার চান। অন্যদিকে ভদ্রেশ্বর পৌরসভার পৌরপ্রশাসক প্রলয় চক্রবর্তী জানান আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পূর্ন মিথ্যা। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ভদ্রেশ্বর থানার সামনে এদিন পথ অবরোধ করে বিজেপির কর্মীরা।

ভারতের প্রতি ট্রাম্পের মিষ্টি বড়ি

বেদ প্রতাপ বৈদিক

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি. স.): ভারতের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আজব নীতি।একদিকে তারা চিনের বিরুদ্ধে আমাদের ক্রমাগত উস্কে চলেছে। এ বিষয়ে সমস্ত রকমের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে যাওয়া ভারতীয় পড়ুয়াদের এবং প্রবাসীদের অবস্থা নাজেহাল করতে উঠে পড়ে লেগেছে হোয়াইট হাউস। মার্কিন সরকার এখন একটি নতুন নির্দেশ জারি করেছে। সেই নির্দেশে বলা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইনে ক্লাস করে যাওয়া ভারতীয়দের ভিসা বাতিল করে দেওয়া হবে।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনার এমন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে যে প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ই তাদের শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসে পড়াশোনা করাচ্ছে।বর্তমানে আমেরিকাতে ভারত থেকে যাওয়া দুই লাখ শিক্ষার্থী রয়েছেন।যদি তাদের ভিসা বাতিল হয়ে যায় তবে তাদের সবাইকে তাতণিক ভারতে ফিরে আসতে হবে।

ট্রাম্প প্রশাসনকে জিজ্ঞাসা করুন যে এই লক্ষাধিক পড়ুয়াদের ভারতে কে নিয়ে আসবে? তাদের প্রদত্ত ফি কে ফিরিয়ে দেবে? তারা বাড়ি ভাড়ার জন্য যে অর্থ প্রদান করেছে তার কি হবে? লকডাউন জারি হওয়ার আগে ছুটিতে যে সকল পড়ুয়ারা ফিরে এসেছিল তারা কি ফের আমেরিকায় গিয়ে নিজের বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে কি আবার রওনা দেবে? এই সকল ভারতীয় পড়ুয়াদের কপালে তরোয়াল ঝুলিয়ে রেখেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর আগে উনি এইচ ১ বি ভিসাও রধ করে দিয়েছিলেন।এমন কাজ তিনি কেন করে চলেছেন? একদিকে উনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে উঠেপড়ে লেগেছেন অন্যদিকে প্রবাসী ভারতীয়দের উত্যক্ত করছেন। এর মূল কারণ তার নির্বাচন, যা নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।মনে করা হচ্ছে এই নির্বাচনে হেরেও যেতে পারেন ট্রাম্প। তাই তিনি স্থানীয় মার্কিনিদের একটা বার্তা দিতে চাইছেন যে ভারতীয়দের তাড়িয়ে দিয়ে আমেরিকান জনগণের চাকরি সুরক্ষিত করা হচ্ছে।

এটা সত্য যে আমেরিকাতে বসতি স্থাপনকারী বিদেশীদের মধ্যে ভারতীয়রা সবচেয়ে সুশিক্ষিত এবং সমৃদ্ধ সম্প্রদায়।এটাও সত্য যে আমেরিকাতে সমৃদ্ধিতে তাদের অবদান সকল প্রবাসীর মধ্যে সর্বোচ্চ।যদি আজ সমস্ত ভারতীয় আমেরিকা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে মার্কিন অর্থনীতির ভিত নড়বড় হয়ে পড়বে। এ কারণে সে দেশের ১৩৬ জন কংগ্রেসম্যান এবং ৩০ জন সিনেটর ট্রাম্প প্রশাসনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ট্রাম্পকে কটাক্ষ করে এনারা জানতে চেয়েছেন যে মার্কিন প্রশাসন কি করোনা সংকটে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ক্লাস খোলার জন্য বাধ্য করছেন। সরকারের এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। যদি এমন চলতে থাকে তবে বিদেশী শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ৪৫ বিলিয়ন ডলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ফিরিয়ে দিতে হবে। ফলে ট্রাম্প কি করবে নিজের গদি বাঁচাবেন না বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আয় বন্ধ করবেন। করোনার জেরে তার চেয়ার কাঁপছে।

ভারত সরকার ট্রাম্পের এই আনাড়ি পদক্ষেপের বিরোধিতা হয়তো করবে না।কারণ আমেরিকান নেতারা চিনবিরোধী মিষ্টি বড়িগুলি দিনের পর দিন আমাদের প্রধানমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কাছে দিয়ে চলেছেন।

পূত্রবধূর আক্রমণে গুরুতর আহত শাশুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। গোমতী জেলার উদয়পুরের বাগমার বগাবাসা এলাকায় পুত্রবধূর আক্রমণে রক্তাক্ত হলেন শশুড়ি। ঘটনা শুক্রবার রাতে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই পুত্রবধূ শাশুরির সঙ্গে নানা অছিলায় ঝগড়া লাগত। শুক্রবার রাতে বৃদ্ধা শাশুড়িকে বেধরক মারধর করে পুত্রবধূ। তাতেই রক্তাক্ত হন তিনি।

বিতরণ

আটের পাতার পর।। এলাকার হরিমন্দির রোডে। শনিবার সকাল থেকেই ধর্মনগরে শুরু হয়েছে প্রচণ্ড বৃষ্টি। আর বৃষ্টির উপেক্ষা করে দিগন্ত স্ব-সহায়ক দলের মহিলারা তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে দৃঢ়তার সাথে। স্ব-সহায়ক দলের আমন্ত্রণে শনিবার হরিমন্দির রোডে মুখ্যমন্ত্রী করোনা প্রতিরোধ অভিযানের স্টলে আনারস ও লেবুর রস বিতরণ কালে সেখানে উপস্থিত হন ধর্মনগরের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধাসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন।আর সেখানে কিছু সময় কাটান, পান করেন স্বসহায়ক দলের মহিলাদের তৈরি আনারস ও লেবুর রস। সেই সঙ্গে আবারও স্বসহায়ক দলের মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন।

কমলাসাগরে যুব মোর্চার উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ জুলাই।। শনিবার কমলাসাগর মন্ডল এবং যুব মোর্চার উদ্যোগে গোকুলনগরস্থিত রামকৃষ্ণ শিশু নিকেতন স্কুল প্রাঙ্গণে এক মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উক্ত রক্তদান শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপাহী জলা জেলাসভাধিপতি শ্র সুপ্রিয়া দাস দত্ত এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সভাধিপতি অন্তরা দেব সরকার সহ বিশালগড় ব্লক চেয়ারপার্সন ছন্দা দেববর্মা এবং কমলাসাগর মন্ডল সভাপতি সুবীর চৌধুরী,মন্ডল এর সমস্ত কার্যকর্তা গণ। উক্ত রক্তদান শিবিরে সর্বমোট রক্তদান করেন মোট ৯০ জন রক্তদাতা।

মধুপুরে বিজেপির দলীয় অফিসের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ জুলাই।। শনিবার বিকেল বেলা কমলাসাগর মন্ডলের বিজেপির দলীয় অফিস মধুপুর বাজারে উদ্বোধন করেন রাজ্য বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডক্টর মানিক সাহার হাত ধরে শুরুতে তিনি পতাকা উত্তোলন পরে ফিতা কেটে পরে প্রদীপ জ্বালিয়ে অফিসের সূচনা করেন পরে মন্ডলের সমস্ত নেতৃত্ব দের সাথে পরিচয় হয় ঐদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, সিপাহী জলা জেলার যুব মোর্চা সভাপতি নবাদল বণিক রাজ্য বিজেপির কাজল সরকার সহ অন্যান্যরা।

কুপওয়ারায় সেনার গুলিতে নিকেশ দু"জন জঙ্গি, উদ্ধার দু"টি একে-৪৭ রাইফেল

শ্রীনগর, ১১ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর গুলিতে খতম হল দু"জন সন্ত্রাসবাদী। শনিবার ভোরে কুপওয়ারা জেলার হান্দওয়ারার নৌগাম সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসে সেনাবাহিনীর। তৎক্ষণাৎ অভিযান চালায় সেনাবাহিনী। সেনার গুলিতে মৃত্যু হয়েছে দু"জন সন্ত্রাসবাদীর। এছাড়াও দু"টি একে-৪৭ রাইফেল উদ্ধার করা হয়েছে।

সেনাবাহিনীর পিআরও জানিয়েছেন, শনিবার ভোরে উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার হান্দওয়ারার নৌগাম সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসে সেনাবাহিনীর। তৎক্ষণাৎ অভিযান চালিয়ে নিকেশ করা হয়েছে দু"জন সন্ত্রাসবাদীকে। এছাড়াও দু"টি একে-৪৭ রাইফেল উদ্ধার করা হয়েছে।

মুম্বইয়ে শপিং সেন্টারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

মুম্বই, ১১ জুলাই (হি.স.): ফের অগ্নিকাণ্ড বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে। শনিবার ভোররাতে মুম্বইয়ের বোরিভালি পশ্চিমে, একটি শপিং সেন্টারে ভয়াবহ আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ১৪টি ইঞ্জিন, ১৩টি জাম্বো জলের ট্যাঙ্কার। ঘটনাস্থলে পুলিশও পৌঁছয়। লেভেল-৪ আগুনের তীব্রতায় ওই শপিং সেন্টারে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। শপিং সেন্টার চত্বর কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, শনিবার ভোররাত ৩.০৫ মিনিট নাগাদ বোরিবালি পশ্চিম এলাকায় দু"তলা বিল্ডিংয়ে অবস্থিত ইন্দ্রপ্রস্থ শপিং সেন্টারে আগুন লাগে। মুম্বইয়ের প্রধান দমকল অফিসার পি এস রাহাণ্ডালে জানিয়েছেন, আগুন লাগার কিছুক্ষণের মধ্যেই শপিং সেন্টারের উপরের দিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

রেপিড

● প্রথম পাতার পর

প্রতি ১০ লক্ষ জনসংখ্যায় রাজ্যে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২০,৩৮৩ জনের। আজ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১,৭৩৫ জনের। আজ ৩ জন রোগী সুস্থ হওয়ার পর ছাড়া পেয়েছেন। এরমধ্যে ২ জন লালসিংমুড়া পি এইচ সি থেকে এবং ১ জন আমবাসা পি আর টি আই থেকে ছাড়া পেয়েছেন। আজ ৪৩৫ জন চুড়াইবাড়ি গেট দিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। তিনি জানান, গতকাল যে ১৪১ জন করোনা রোগী পাওয়া যায় তারমধ্যে খোয়াই জেলার ৬৩ জন, পশ্চিম জেলার ৩৫ জন, ধলাই জেলার ১৫ জন, গোমতী জেলার ১০ জন, দক্ষিণ জেলার ৬ জন, উত্তর জেলার ১ জন এবং সিপাহীজলা জেলার ১১ জন রয়েছেন। আজ অ্যান্টিজেন ডিটেকশন টেষ্ট করা হয় পশ্চিম জেলার ৪৪৫ জনকে। পজিটিভ পাওয়া যায় ১০ জন। দক্ষিণ জেলায় টেষ্ট করা হয় ২২ জনকে। পজিটিভ পাওয়া যায় ১ জন। সিপাহীজলায় টেষ্ট করা হয় ২৩ জন। পজিটিভ পাওয়া যায় ২ জনের। গোমতী জেলায় টেষ্ট করা হয় ৪৬ জনকে। এই জেলায় পরীক্ষায় কাউকে পজিটিভ পাওয়া যায়নি।

প্রশাসন

● প্রথম পাতার পর

নেই। তাই, জমি খুঁজে বের করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, সোনামুড়ার মহকুমাশাসক এবং অতিরিক্ত জেলাশাসককেও জমি খুঁজে বের করার জন্য বলা হয়েছে।

জেলাশাসকের মতে, আগামী সোম কিংবা মঙ্গলবারের মধ্যে কেন্দ্রের কাছে ওই জটিলতা নিয়ে নতুন করে প্রস্তাব পাঠানো হবে। তাতে অনুমোদন মিলতে অনেক সময়ের প্রয়োজন রয়েছে। একই সাথে জমি খুঁজে বের করা হবে। তাঁর বক্তব্য, খাস জমি পাওয়া গেলে সরকারি নিয়ম মেনে মসজিদ গড়ে দেওয়া হবে। তা না হলে ওয়াকফ বোর্ড ও ত্রিপুরা সরকার যৌথভাবে জমি ক্রয়ের ব্যবস্থা করবে। তাঁর দাবি, দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জটিলতা রয়েছে। এখন এই জটিলতা নিরসনে কতটা সময়ের প্রয়োজন নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।

বরফ

● প্রথম পাতার পর

কর্মীরা অনুশাসন মেনে চলবেন, সেই অনুরোধ রেখেছি। সাথে তিনি যোগ করেন, এডিসি নির্বাচন নিয়েও আলোচনা হয়েছে। নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর দুই দল মিলে আসন বন্টন নিয়ে রফা করবে বলে তাঁদের আশ্বস্ত করেছি।

এদিকে, আইপিএফটি-র সাধারণ সম্পাদক তথা জনজাতি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী মেবারকুমার জমাতিয়া এদিনের বৈঠক সম্পর্কে কিছু বিষয়ে প্রতিবেদককে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের কাছে মেমোরেন্ডাম জমা দিয়েছি। তাতে বিশেষ করে জনজাতি অংশের মানুষের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ভাষা উন্নয়নে উচ্চ পর্যায়ের মডালিটি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনার অনুরোধ জানিয়েছি। তাঁর কথায়, আমরা এখনও জোট সরকারে রয়েছি। জোটে বেঁধেই সরকার পরিচালনা করছি। তবে, এডিসি নির্বাচনে আসন বণ্টন নিয়ে পরবর্তীতে বিজেপি-র শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে আলোচনা হবে বলে বৈঠকে স্থির হয়েছে।

হাসপাতাল

● প্রথম পাতার পর

ব্যাংক কর্মীর সংস্পর্শে ছিলেন আরও ১৯ জন। একসাথেই তাঁরা কাজ করতেন। তাঁদের একান্তবাসে পাঠানো হয়েছে। পাঁচদিন পর তাঁদেরও নমুনা সংগ্রহ করা হবে।

ক্রীড়াঙ্গন

বেনজেমার চোট শঙ্কা উড়িয়ে দিলেন জিদান

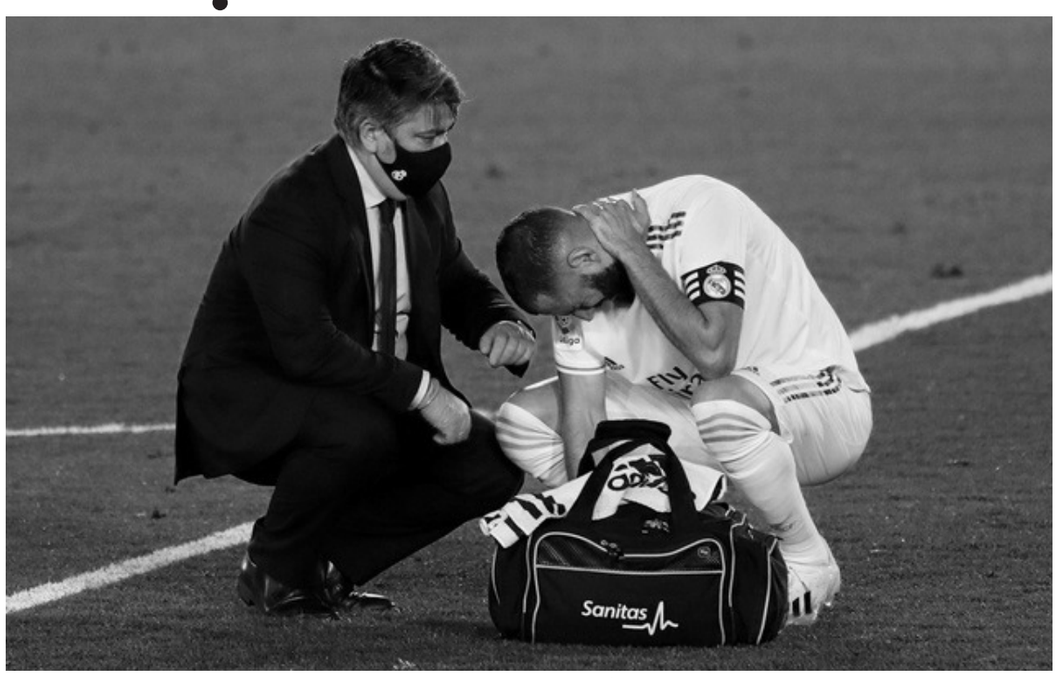

আলাভেসের বিপক্ষে ঘাড়ে চোট পাওয়া করিম বেনজেমাকে নিয়ে চিন্তিত নন জিনেদিন জিদান। রিয়াল মাদ্রিদ কোচ জানিয়েছেন, ঠিক আছেন এই ফরোয়ার্ড।আলফ্রেদো দে স্তেফানো স্টেডিয়ামে শুক্রবার রাতে আলাভেসের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে জয়ের ম্যাচে একাদশ মিনিটে স্পট কিকে দলের প্রথম গোলটি করেন বেনজেমা।ম্যাচের প্রথমার্ধে ঘাড়ে হালকা আঘাত পেয়েছিলেন ফরাসি এই স্ট্রাইকার। দ্বিতীয়ার্ধে পুরোপুরি ফিট ছিলেন তিনি। ৮২তম মিনিটে তাকে তুলে এদেন আজারকে নামান কোচ। ম্যাচ শেষে চোট নিয়ে কিছু বলেননি এই ফরোয়ার্ড, সংবাদ সম্মেলনে জানান জিদান।"সামান্য আঘাত পেয়েছিল বেনজেমা।

প্রথমার্ধে সে কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করছিল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ঠিক ছিল। আমার মনে হয়, সে ভালোই আছে...এখন আমাদের বিশ্রাম নিতে হবে। আমার মনে হয় না, এটা ক্লান্তি ছাড়া দুশ্চিন্তার কিছু। ম্যাচ শেষে করিম নিজেও তেমন কিছু বলেনি।"লা লিগার চলতি মৌসুমে রিয়ালের হয়ে ১৮ গোল করেছেন বেনজেমা। ৩৫ ম্যাচে ২৪ জয় ও আট ড্রয়ে ৮০ পয়েন্ট নিয়ে শিরোপার খুব কাছে আছে দলটি।

ইউভেন্তুস নয়, গুয়ার্দিওলার ভাবনায় রিয়াল ম্যাচ

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠলে সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ হিসেবে ইউভেন্তুসকে পেতে পারে ম্যানচেস্টার সিটি। তবে সেসব নিয়ে ভাবছেন না দলটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। তার সব ভাবনা আপাতত রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে শেষ ষোলোর ফিরতি লেগ নিয়ে।আগামী ৭ অগাস্ট ফিরতি লেগে নিজেদের মাঠ ইতিহাদ স্টেডিয়ামে রিয়ালের মুখোমুখি হবে সিটি। প্রথম পর্বের ম্যাচে সান্তিয়াগো বের্নাবেউ থেকে ২-১ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছিল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দলটি।প্রথম লেগে অলিম্পিক লিওঁর মাঠে ১-০ গোলে হেরেছিল ইউভেন্তুস।

ফিরতি লেগে নিজেদের মাঠে গোল ব্যবধান পুষিয়ে জিততে পারলেই কেবল লিসবনের কোয়ার্টার-ফাইনালে জায়গা করে নেবে সেরি আর শিরোপাধারীরা।সিটি ও ইউভেন্তুস শেষ ষোলো পেরুতে পারলেই দেখা হবে কোয়ার্টার-ফাইনালে। গুয়ার্দিওলা তাই পরের ধাপ নিয়ে ভাবছেন না মোটেও। শনিবার প্রিমিয়ার লিগে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের মুখোমুখি হবে সিটি।

আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে রিয়ালকে 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রাজা' আখ্যা দিয়ে সতর্ক থাকার কথা জানান সিটি কোচ।"ফুটবলে আমার চেয়ে রিয়ালকে কেউ বেশি জানে না।

তারা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আধিপত্যকারী দল এবং তাদের ওপর আমাদের মনোযোগ দিতে হবে।""আমরা রিয়াল ম্যাচ নিয়ে ভাবছি। এই প্রতিযোগিতার রাজাদের মুখোমুখি হওয়ার আগে আমরা যদি পরের ধাপ নিয়ে ভাবি, তাহলে তারা আমাদেরকে ছিটকে দিবে।"

দলের তারকা ফরোয়ার্ড সের্হিও আগুয়েরোকে রিয়াল ম্যাচে না পাওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত করেছেন গুয়ার্দিওলা। গত মাসে বার্সেলোনায় গিয়ে হাঁটুর অস্ত্রোপচার করান এই আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড।সিটির রেকর্ড গোলদাতা আগুয়েরো গত মাসে বার্নলির বিপক্ষে ৫-০ ব্যবধানে জেতা ম্যাচে হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন।

রোনালদো-দিবালাদের কাছে সাররির চাওয়া

মৌসুমের গুরুত্বপূর্ণ এই সময়ে ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ হারানোর ঝুঁকি থাকে বলে মনে করেন ইউভেন্তুস কোচ মাওরিসিও সাররি। তাই ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো, পাওলো দিবালাদের কাছ থেকে পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা দেখতে চান এই ইতালিয়ান।সেরি আয় নিজেদের সবশেষ ম্যাচে এসি মিলানের বিপক্ষে দুই গোলে এগিয়ে যাওয়ার পরও ৪-২ ব্যবধানে হারে ইউভেন্তুস। অনাকাঙ্ক্ষিত বিরতির পর পুনরায় শুরু হওয়া লিগে টানা চার জয়ের পর শিরোপাধারীদের এটি প্রথম হার।পরের ম্যাচে ঘরের মাঠে শনিবার বাংলাদেশ সময় রাত পৌনে ২টায় আতালান্তার মুখোমুখি হবে তারা। পয়েন্ট তালিকার তিন নম্বরে থাকা আতালান্তা পুনরায় শুরুর পর লিগে নিজেদের ছয় ম্যাচের সবগুলিই জিতেছে। সব মিলে জিতেছে টানা নয় লিগ ম্যাচে।শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনে সাররি জানান, আতালান্তা ম্যাচ তাদের জন্য কঠিন হতে যাচ্ছে।"মৌসুমের গুরুত্বপূর্ণ পর্ব এটি। আতালান্তা খুব ভালো খেলছে। তাদের দুর্দান্ত রেকর্ড রয়েছে। বিশেষ করে অ্যাওয়ে ম্যাচে। তারা কঠিন প্রতিপক্ষ।"মৌসুমের বাকি ম্যাচগুলিতে রোনালদো-দিবালাদের কাছে নিজের চাওয়াটাও জানিয়ে দিলেন সাররি।"ধারাবাহিকতা হবে গুরুত্বপূর্ণ। এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছি, সবগুলি দল লম্বা সময় ধরে তাদের পারফরম্যান্সে সংগ্রাম করছে।""আমি ধারাবাহিকতা দেখতে চাই। কারণ এই মুহূর্তে ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ হারানোর ঝুঁকি থাকে, এটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।"৩১ ম্যাচে ৭৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগের শীর্ষে আছে গত আট আসরের চ্যাম্পিয়ন ইউভেন্তুস। সমান ম্যাচে ৬৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে লাৎসিও। আতালান্তার পয়েন্ট ৬৬।

কোর্তোয়াকে প্রশংসায় ভাসালেন জিদান

ম্যাচ জুড়ে দুর্দান্ত সব সেভ করে আলাভেসের জন্য যেন দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন থিবো কোর্তোয়া। প্রতি-আক্রমণে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া দলটির বিপক্ষে দারুণ পারফরম্যান্স করা বেলজিয়ান গোলরক্ষকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন রিয়াল মাদ্রিদ কোচ জিনেদিন জিদান।আলফ্রেদো দে স্তেফানো স্টেডিয়ামে শুক্রবার রাতে ২-০ গোলে আলাভেসকে হারায় রিয়াল। এতে লা লিগা শিরোপা জয়ের আরও কাছে পৌঁছে গেছে জিদানের দল।ম্যাচের ২৬তম মিনিটে অলিভার বার্কের জোরালো নিচু শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান কোর্তোয়া। ৬৩তম মিনিটে তার নৈপুণ্যে আবারও রক্ষা পায় রিয়াল; ঠেকিয়ে দেন এদগার মেন্দেসের জোরালো শট। করেন আরও কয়েকটি ভালো সেভ।এ নিয়ে টানা পাঁচ ম্যাচে রিয়ালের জাল অক্ষত রাখেন কোর্তোয়া। দলটি জিতেছে টানা আট ম্যাচ। এগিয়ে চলেছে শিরোপার পথে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 12 July, 2020, Sunday আগরতলা ১২ জুলাই, ২০২০ ইং, ■ ২৮ আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

মুখ্যমন্ত্রী করোনা প্রতিরোধ কর্মসূচীর অন্তর্গত আনারস তুলে দিচ্ছেন বিজেপি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব। শনিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

করোনা পরিস্থিতিতে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর, প্রশংসা করলেন দিল্লির সরকারের

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.) : করোনা মোকাবিলায় দিল্লির সরকারের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুধু তাই নয়, করোনা ঠেকাতে দিল্লি সরকার যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে তা দেশের অন্যান্য রাজ্যের সরকারকেও নেওয়ার পরামর্শ দেন। একইসঙ্গে যে এলাকাগুলিতে আক্রান্তের হার বেশি সেখানে বাড়তি নজর দিতে বললেন তিনি।

দেশে করোনা পরিস্থিতির পর্যালোচনার জন্য শনিবার উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে পৌরহিত্য করেন প্রধানমন্ত্রী। সেই বৈঠকে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন, ক্যাবিনেট সচিব, নীতি আয়োগের সদস্যরা-সহ ভারত সরকারের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

এদিনের বৈঠকে, দিল্লি-সহ পুরো জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে (উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং হরিয়ানার কয়েকটি জেলা) করোনার সংক্রমণ রুখতে স্থানীয় প্রশাসন, রাজ্য এবং কেন্দ্রের সম্মিলিত চেষ্টার প্রশংসা করেন তিনি। পরে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের তরফে একটি বিবৃতিতে বলা হয়, 'দিল্লিতে মহামারী রোখার ক্ষেত্রে কেন্দ্র, রাজ্য (কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল) এবং স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। পুরো এনসিআর (জাতীয় রাজধানী অঞ্চল) এলাকায় করোনার সংক্রমণ রুখতে অন্য রাজ্য সরকারগুলিকেও একইরকম পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।'

সেইসঙ্গে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে জানার সময় ব্যক্তিগত জনস্বাস্থ্যবিধি, জনসমক্ষে সামাজিক সুরক্ষা বিধি মেনে চলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। করোনা সংক্রান্ত সচেতনতামূলক প্রচারের মাধ্যমে সেই কাজ করতে হবে বলে জানান মোদী। একইসঙ্গে তিনি সতর্ক করে দেন, করোনার ক্ষেত্রে আত্মতুষ্টির কোনও পরিসর নেই।

উল্লেখ্য, লকডাউন, টানা প্রচার, কনটেনমেন্ট জোনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও দেশে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২৭,১১৪ জন। একদিনে এটি এখনও পর্যন্ত রেকর্ড। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশজুড়ে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৮,২০,৯১৬। এদের মধ্যে সক্রিয় করোনা আক্রান্ত ২,৮৩,৪০৭ জন। তবে সুস্থ হয়েছেন ৫,১৫,৩৮৭ জন। এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২২,১২৩ জনের।

এদিকে মহারাষ্ট্র-সহ দেশের কয়েকটি রাজ্যে করোনা সংক্রমণ ক্রমশ গুরুতর আকার ধারন করছে। মহারাষ্ট্রে এখনও পর্যন্ত সক্রিয় আক্রান্ত হয়েছেন ৯৫,৯৩৪ জন, মৃত্যু হয়েছে ৯,৮৯৩ জনের। কর্ণাটকে এখনও পর্যন্ত সক্রিয় করোনা আক্রান্ত ১৯,০৩৯ জন, মৃত্যু ৫৪৩ জনের। দিল্লিতে সক্রিয় করোনা আক্রান্ত ২১,১৪৬ জন,মৃত্যু হয়েছে ৩৩০০ জনের। গুজরাটে সক্রিয় করোনা আক্রান্ত ৯,৯০০ জন, মৃত্যু হয়েছে ২০২২ জনের।

করোনা পরিস্থিতিতে অসমে ডাক্তারের ওপর হামলা

বরপেটা (অসম), ১১ জুলাই (হি.স.) : অতিমারি করোনা পরিস্থিতির মধ্যে নিম্ন অসমের বরপেটা জেলার ভবানীপুরে জনৈক ডাক্তারের ওপর হামলা চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ডাক্তারের ওপর হামলার ঘটনায় এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, হাউলি থেকে পাঠশালার দিকে যাওয়ার পথে বজালির গলিয়া এলাকায় দাঁতের ডাক্তার রাকেশ দাসের গাড়িতে ধাক্কা মারে অন্য আরেকটি গাড়ি। এরপর ডা. দাস এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুললে তাঁর কোনও জবাব না দিয়েই অন্য গাড়িটির চালক ও তার সঙ্গী ডাক্তারের ওপর হামলা করে বসে। তারা ডাক্তারের গলা টিপে ধরে। হামলাকারী ওই দুই ব্যক্তির নাম যথাক্রমে এম হুসেন এবং সালিমউদ্দিন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। এ ঘটনার পর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী ডা. দাস। এদিকে অতিমারি করোনা পরিস্থিতিতে ডাক্তারের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন বজরং দল এবং হিন্দু জাগরণ মঞ্চের কার্যকর্তারা।

৫০৩টি কামরাকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে পরিণত করল রেল

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি. স.): দিল্লি এনসিআর অঞ্চলে ক্রমাগত বেড়ে চলা করোনার জেরে উদ্বিগ্ন প্রশাসন।এমন পরিস্থিতিতে উত্তর রেলওয়ে তরফ থেকে নেওয়া হল অভিনব পদক্ষেপ। ৫০৩ টি রেলের কোচকে আইসোলেশন সেন্টারে পরিণত করা হয়েছে। রেলের তরফে জানানো হয়েছে কোচগুলির মধ্যে তৈরি এই আইসোলেশন সেন্টারে ৮০৪৮ শয্যা রয়েছে। রাজধানী দিল্লির ৯ টি স্টেশনে থাকবে এই কোচগুলি।

উত্তর রেলের তরফ থেকে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে রাজ্য সরকারের চাহিদা অনুযায়ী করোনা মোকাবিলায় দিল্লি এনসিআর অঞ্চলের মানুষদের সুবিধার্থে ৫০৩টি রেলের কোচকে আইসোলেশন সেন্টারে পরিণত করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতি আগামী দিনে ভয়ানক আকার ধারণ করলে এগুলোকে ব্যবহার করা হবে।আপাতত দিল্লির ৯ টি স্টেশনে এই কোচগুলিকে রাখা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, দিল্লিতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৩২৫৮ জনের। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে ৮২২২৬ জন।

১৩ জুলাই পর্যন্ত উত্তর প্রদেশে নয়া নিয়ন্ত্রণ, নিয়ম লঙ্ঘনে মিলছে শাস্তি

লখনউ, ১১ জুলাই (হি.স.): মারণ করোনাবাইরাসের প্রকোপ রুখতে ১০ জুলাই রাত দশটা থেকে আগামী ১৩ জুলাই সকাল পাঁচটা পর্যন্ত উত্তর প্রদেশে কঠোর লকডাউন লাগু করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশের সর্বত্র এই সময়ে বন্ধ থাকছে সমস্ত দফতর, বাজার এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। শুধুমাত্র জরুরি পরিষেবাকেই ছাড় দেওয়া হয়েছে। নয়া নিয়ন্ত্রণে নিয়ম ভাঙলেই মিলছে শাস্তি, মাস্ক ছাড়া কাউকে রাস্তায় দেখা মাত্রই বাড়িতে ফেরত পাঠিয়েছে পুলিশ।

রাস্তাতেও চলতে থাকে কড়া নজরদারি। শনিবার সকালে মোরাদাবাদ, বারাণসী, দিল্লি-নয়ডা সীমা-সহ উত্তর প্রদেশের সর্বত্রই চলতে থাকে পুলিশি নজরদারি। রাস্তায় যে সমস্ত গাড়ি এদিন নেমেছিল প্রতিটি গাড়ি দাঁড় করিয়ে চালককে প্রশ্ন করা হয়।

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনা মোকাবিলায় ব্যর্থ মোদি সরকার ঃ রাহুল গান্ধী

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী।।

নয়াদিল্লী, ১১ জুলাই।। কেন্দ্রের মোদি সরকার করোনা মোকাবিলায় পুরোপুরি ব্যর্থ বলে অভিযোগ করছেন সাংসদ রাহুল গান্ধী। তিনি এদিন আরও অভিযোগ করেছেন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা সন্তোষজনক নয়। তাছাড়া লকডাউন পরিস্থিতিতে দেশের মানুষের আর্থিক দুরাবস্থা নিরসনে পর্যাপ্ত কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না।

লোকসভার দলীয় সাংসদদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বৈঠক করলেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। দেশের বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এদিনের বৈঠকে দেশের করোনা পরিস্থিতি এবং সাধারণ মানুষের আর্থিক সঙ্কট নিয়ে সরব হন সোনিয়া গান্ধী। এর আগে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকেও একই বিষয়ে সরব হয়েছিলেন তিনি। কংগ্রেসের তরফ থেকে বারবার কেন্দ্রকে জানানো হয়েছিল যে দুর্গত মানুষের ব্যাংক একাউন্টে সরাসরি আর্থিক সাহায্য করার। এমনকি পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির সহ গালওয়ান উপত্যকায় চিনা আগ্রাসন নিয়েও আলোচনা হয়। প্রসঙ্গত পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসন নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম, বর্ষীয়ান আইনজীবী তথা কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল।

ইতিবাচক বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করবে কংগ্রেস। দলের লোকসভার সাংসদদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বৈঠকে এই বার্তাই দিলেন কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী।শনিবারের এই বৈঠকে দলের ৫২ জন সংসদে উপস্থিত ছিলেন।জনগণের সমস্যা তুলে ধরার পাশাপাশি সরকারের ব্যর্থতাগুলি নিয়ে ক্রমাগত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান সোনিয়া গান্ধী করেছেন।

বৈঠকে সোনিয়া গান্ধী বলেছেন, করোনা সংকট থেকে তৈরি হওয়া সমস্যাগুলির সমাধানে করতে ব্যর্থ হয়েছে মোদী সরকার।দেশের আর্থিক পরিস্থিতি ভেঙে পড়তে শুরু করেছে।সরকারের ভুল নীতির কারণে মূল নিয়ন্ত্রণরেখায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেস সরকার ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। আগামী দিনের লোকসভার অধিবেশন গুলিতে কংগ্রেস যে লাদাখে, করোনা সংকট সহ একাধিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চলেছে।সেটা এদিনের বৈঠকের থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা গিয়েছে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে এই বৈঠকে কে সুরেশ, আব্দুল খালিক, গৌরব গগৈ রাহুল গান্ধীকে ফের কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব পালন করার আহ্বান করেছেন।

বণিক্য চৌমুহনীতে খুন হওয়া গৃহবধূর বাড়িতে গেলেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। খয়েরপুর এর বণিক্য চৌমুহনী এলাকায় নিহত গৃহবধূ শিউলি রায়ের বাড়িতে গেলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী। মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন শিউলি রায়ের বাপের বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে ঘটনা সম্পর্কে কথা বলে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নেন। তিনি থানায় গিয়ে ঘটনা সম্পর্কে খোঁজ নেন এবং অভিযুক্ত স্বামী অসিত রায়ের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। উল্লেখ্য পারিবারিক কলহের জেরে বণিক্য চৌমুহনী এলাকার শিউলি রায় নামে এক গৃহবধূকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে তার স্বামী অসিত রায়। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে। ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত খুনি স্বামী পালিয়ে গেছে। জিবি হাসপাতাল থেকে নিহতের মৃতদেহ আজ তার নিজ এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। মৃতদেহটি এলাকায় দিয়ে যাওয়া হলে এলাকার মানুষ শোকে ভেঙ্গে পড়েন। অভিযুক্ত স্বামী অশিক্ষার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকার সকল অংকের জনগণ পুলিশের কাছে দাবি জানিয়েছেন। ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নিতে এলাকা পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী বলেন, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা অনুযায়ী স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসলে হয়তো গৃহবধূ শিউলি রায়কে বাঁচানো সম্ভব হতো। এ ধরনের একটি ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন নি বলে উল্লেখ করেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্স। এ ঘটনাকে নিতান্তই দুঃখজনক বলে আখ্যায়িত করেছেন তিনি। মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন আরো বলেন শিউলি রায়ের হত্যাকাণ্ডে জড়িত স্বামী কঠোর শাস্তি পাবে। এই মামলায় মহিলা কমিশন শিউলি রায়ের পরিবারের পাশে থাকবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। নিহতের পরিবারের লোকজনদের প্রতি মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে গভীর শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে। গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিহত করতে স্থানীয় লোকজনদের সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করতে অনুরোধ জানিয়েছেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী।

শহরের বর্ডার গোলচক্করে দুস্কৃতিদের দৌরাত্ম্য, পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহরের বর্ডার গোলচক্কর এলাকায় দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার রাতে। দুস্কৃতিকারীরা এলাকার বেশ কিছু বাড়িঘরে হামলা এবং গাড়ি ভাঙচুর করেছে। ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই পশ্চিম থানার পুলিশ এবং অতিরিক্ত টিএসআর বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর হস্তক্ষেপে এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে যেকোনো সময় এলাকার পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠতে পারে বলে আশংকা করছেন ওই এলাকায় বসবাসকারী ব্যবসায়ী ও স্থানীয় জনগণ। পুলিশ পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে।

উল্লেখ্য কিছুদিন পরপরই বর্ডার গোলচক্কর এলাকায় এ ধরনের হামলার ঘটনা সংঘটিত হয়ে চলেছে। সীমান্ত বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে মতভেদকে কেন্দ্র করে পরপর এসব ঘটনা সংঘটিত হয়ে চলেছে বলে স্থানীয় জনগণের অভিমত। বর্ডার গোলচক্কর এলাকায় সীমান্ত বাণিজ্যে যুক্তদের কাছ থেকে অপর একটি গোষ্ঠী প্রায়ই তোলা আদায় করে চলেছে। তোলা আদায়কে কেন্দ্র করে মতভেদের জেরেই বিভিন্ন সময়ে অশান্তির পরিবেশ কায়েম হচ্ছে। পরপর এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওইসব এলাকায় বসবাসকারী সাধারণ জনগণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এসব ঘটনার নেপথ্যে রাজনৈতিক একাংশ নেতাদের অঙ্গুলিহেলন রয়েছে বলেও জানা গেছে। বর্ডার গোলচক্কর এলাকায় হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আগরতলা পশ্চিম থানায় একটি মামলা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এ ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। পুলিশ এই ঘটনার নেপথ্যে যারা রয়েছে তাদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তারের জন্য তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে বলে পশ্চিম থানা সূত্রে জানা গেছে।

ধর্মনগরে ফলের রস বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১০ জুলাই।। ত্রিপুরা সরকারের নগর উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে গত ৪ ঠা জুলাই থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী করোনা প্রতিরোধ অভিযান।আর অভিযানের মাধ্যমে সপ্তাহের প্রতি শনিবার বিনামূল্যে রাজ্যের জনগণকে দেওয়া হচ্ছে পুষ্টিকর আনারস ও লেবুর রস। আর এই কর্মসূচীকে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বিভিন্ন স্ব-সহায়ক দলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তেমনি উত্তর জেলার ধর্মনগর হরিমন্দির রোডের দিগন্ত স্ব-সহায়ক দলও এই অভিযানে যোগদান করে। গত মঙ্গলবার ধর্মনগর পৌরসভার সামনে তাদের প্রথম আনারস ও লেবুর রস বিতরণ কর্মসূচী শুরু হয়।সততার সাথে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করে।আজ শনিবার তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয় ধর্মনগর বাজার - ছয়ের পাতায় দেখুন

মেলাঘর থানায় ফের করোনার থাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ জুলাই।। মেলাঘর থানায় ফের করোনার থাবা। আজ থেকে কয়েকদিন পূর্বে মেলাঘর থানার বেশ কয়েকজন ডিউটি চলাকালীন অবস্থায় শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। শরীরে প্রচন্ড জ্বর ছিল। শরীরে জ্বর থাকায় মেলাঘর থানার পাঁচজনকে শারীরিক ভাবে সুস্থ হওয়ার জন্য ওসি পলোরাম দাস তাদের কে কোয়ার্টারে থাকার নির্দেশ দেন।তাদের মধ্যে দুজনের পজিটিভ আসে।বাকি তিনজনেরও অবস্থা এখনও পুরোপুরি ভালো হয়নি। বুধবার সকালে মেলাঘর হাসপাতালের চিকিৎসক সাব ইন্সপেক্টর বিদ্যা দেব্বর্মার লালা রস সংগ্রহ করেন। শুক্রবার রাত্রিবেলায় পরীক্ষার নমুনা পজিটিভ অর্থাৎ করোনা পজিটিভ আসে। বর্তমানে তিনি চড়িলাম বিধানসভার লালসিংমুড়া কোভিড ১৯ সেন্টারে রয়েছেন।পর পর দুদিনের দুটি পজিটিভ কেইস আসার ফলে গোটা মেলাঘর এবং আরক্ষা দপ্তরে আতংক বিরাজ করছে।

বামপন্থী যুব সংগঠনের প্রতিবাদ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। চার দফা দাবিতে শনিবার রাজধানীর সিটি সেন্টারের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করেছে ডিওয়াইএফআই এবং টি ওয়াই এফ। রেল বেসরকারিকরণের বিরোধিতা করে এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করেছে বাম যুব সংগঠন। বিক্ষোভ আন্দোলনে অংশ নিয়ে যুব নেতৃত্ব অভিযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার জেল বেসরকারিকরণের মধ্য দিয়ে কর্মী ছাঁটাইয়ের চক্রান্ত করছে। এ ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে রেলে নতুন করে আর কোন নিয়োগ করবে না। তারা আরো অভিযোগ করেন বেসরকারিকরণের মধ্য দিয়ে রেলে যাত্রী ভাড়া বাড়ানোর চক্রান্ত চলছে। রেলে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে ডিওয়াইএফআই এবং টি ওয়াই এফ। বেসরকারিকরণের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দেশজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

শনিবার আগরতলায় বৃষ্টিস্নাত সকাল। ছবি- নিজস্ব।

ভারতে ৮ লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ মৃত্যু বেড়ে ২২,১২৩ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ৮ লক্ষ ছাড়িয়ে গেল কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা। করোনা-প্রকোপে ভারতে ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে ২২,১২৩ জনের। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৫১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২৭,১১৪ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২২,১২৩ জন এবং সংক্রমিত ৮,২০,৯১৬ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৫,১৫,৩৮৬ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৮,২০,৯১৬ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ২,৮৩,৪০৭)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২২,১২৩। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৫,১৫,৩৮৬ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ২২,১২৩ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ২৯২ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে দু'জন, অসমে ২৭ জন, বিহারে ১১৯ জনের, চন্ডীগড়ে ৭ জন, ছত্তিশগড়ে ১৭ জন, দিল্লিতে ৩,৩০০ জনের, গোয়ায় ৯ জন, গুজরাটে ২,০২২ জনের, হরিয়ানায় ২৯০ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১১ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১৫৯ জনের, ঝাড়খণ্ডে ২৩ জনের, কর্ণাটকে ৫৪৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ২৭ জন, লাদাখে একজন, মধ্যপ্রদেশে ৬৩৮ জন, মহারাষ্ট্রে ৯,৮৯৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে দু'জন, ওড়িশায় ৫৬ জনের, পুদুচেরিতে ১৭ জন, পঞ্জাবে ১৮৭ জন, রাজস্থানে ৪৯৭ জনের, তামিলনাড়ুতে ১,৮২৯ জন, তেলেঙ্গানায় ৩৩৯ জন, ত্রিপুরায় একজন, উত্তরাখণ্ডে ৪৬ জন, উত্তর প্রদেশে ৮৮৯ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৮৮০ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

মহারাষ্ট্র, দিল্লি, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ-এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক এবং প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ২,৩৮,৩৬১-এ পৌঁছেছে। দিল্লিতে আক্রান্ত ১০,৯১,৪০, গুজরাটে ৪০,০৬৯, পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা ২৭,১০৯, উত্তর প্রদেশে ৩৩,৭০০ এবং তামিলনাড়ুতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১৩,০২,৬১।

ভারতে দ্রুততার সঙ্গে চলছে করোনা-পরীক্ষাও। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১০ জুলাই পর্যন্ত ১,১৩,০৭,০০২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। শুধুমাত্র ১০ জুলাই ২,৮২,৫১১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।